"আল্লাহ জানেন ভুলকারীর ভুল বর্ণনার ক্ষেত্রে আমাদের মাকসাদ শরীয়তকে ভেজালমুক্ত করা। এটা এলেমের আমানতদারি। ভুলকারীর ভুল এজহার করা আমাদের মাকসাদ নয়। - - - - - - - - জাহেলের এই কথার কোন মূল্য নেই ঃ- অমুক অমুক বিশিষ্ট দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তির সমালোচনা কিভাবে করা যায়? শরীয়তের অনুসরণ করতে হবে, ব্যক্তির নয়। আওলিয়া ও জান্নাতবাসীগণ তো মানুষের মধ্য থেকেই আর তাদের ভুল হতেই পারে। তাদের বিচ্যুতি বয়ান করাতে তাদের মর্যাদা নষ্ট হয় না।" (ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ), তালবীছু ইবলীস, পৃষ্ঠা ১৭৪)

এই লেখকের অন্য কিতাব:

প্রকাশক: জায়েদ লাইব্রেরী

সংকলন ঃ আনীসুর রহমান

জখীরায়ে হাদীস
(Treasure Trove of Hadith)

abukab.weebly.com

সত্য কবুল করি, মিথ্যা বর্জন করি পুস্তিকাটির কপিরাইট নেই।

যে কেউ এর পুণর্মুদ্রণ, ফটোকপি, স্ক্যান করতে পারবেন।

রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, **"তোমাদের জন্য সত্যবাদিতা জরূরী। কারণ সত্যবাদিতা সৎকাজের দিকে নিয়ে যায় আর সৎকাজ জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। - - - - - তোমরা মিথ্যা কথা বলা থেকে বেঁচে থাক। মিথ্যাবাদিতা পাপের দিকে নিয়ে যায় আর পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।"** (বুখারী, মুসলিম)

সংকলন ঃ আনীসুর রহমান abukab.weebly.com

দোসরা এডিশন ডিসেম্বর ২০১৫

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

সূচী

১০ টি মহামূল্য □□□□	পৃষ্ঠা ২
সত্যের পথে জান্নাত, মিথ্যার পথে জাহান্নাম	পৃষ্ঠা ৪
আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা	পৃষ্ঠা ৮
রসূল (স) সম্পর্কে মিথ্যা	পৃষ্ঠা ৬
সাহাবীগণ সম্পর্কে মিথ্যা	পৃষ্ঠা ১৪
মিথ্যা কথা ও কাহিনী	পৃষ্ঠা ১৬
আলেমদেরকে যাচাই করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয	পৃষ্ঠা ১৭
সুফীদের শিক্ষা কি কুরআন ও হাদীসের সাথে মেলে?	পৃষ্ঠা ১৮
বিদআত	পৃষ্ঠা ২৩
দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ	পৃষ্ঠা ২৫
আমাদের নসীহত	পৃষ্ঠা ৩১

"আল্লাহ জানেন ভুলকারীর ভুল বর্ণনার ক্ষেত্রে আমাদের মাকসাদ শরীয়তকে ভেজালমুক্ত করা। এটা এলেমের আমানতদারি। ভুলকারীর ভুল এজহার করা আমাদের মাকসাদ নয়। - - - - - - - - জাহেলের এই কথার কোন মূল্য নেই ঃ- অমুক অমুক বিশিষ্ট দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তির সমালোচনা কিভাবে করা যায়? শরীয়তের অনুসরণ করতে হবে, ব্যক্তির নয়। আওলিয়া ও জান্নাতবাসীগণ তো মানুষের মধ্য থেকেই আর তাদের ভুল হতেই পারে। তাদের বিচ্যুতি বয়ান করাতে তাদের মর্যাদা নষ্ট হয় না।"
(ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ), তালবীছু ইবলীস, পৃষ্ঠা ১৭৪-১৭৫)

"জ্ঞানী মুমিনদের জন্য উত্তম হলঃ কুরআন হাদীসের জাহেরী অর্থ অনুসারে আমল করা, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের পূর্ণ অনুসরণ করা, নতুন নতুন কথা আবিষ্কার না করা, দীনের কাজ ও বিধানে বেশ-কম না করা।" (আব্দুল কাদের জিলানী, গুনিয়াতুত তালিবীন)

কথা বা বাণীকে অবজ্ঞা করা। কেউবা মনে করেন, যত দুর্বল বা যয়ীফই হোক, যেহেতু রসুলুল্লাহ (স.)এর কথা, কাজেই তাকে গ্রহণ ও পালন করতে হবে। এই ধারণা নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত।" (হাদীসের নামে জালিয়াতি, খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, পৃষ্ঠা ৫)

আমাদের নসীহত

সত্যই আল্লাহর রাস্তায় মেহনত করতে চাইলে পথভ্রষ্ট সুফী ও শিয়াদের ভ্রান্ত কথা ও কর্ম থেকে ফিরে আসতে হবে।

আবু বকর (রাযিআল্লাহু 'আনহু) ৫০০ হাদীস সম্বলিত একটি কিতাব লিখিয়াছিলেন কিন্তু তার মধ্যে অন্যের নিকট শোনা কিছু রেওয়ায়েত থাকায় তিনি কিতাবটি জ্বালাইয়া দেন। (তাজকিরাতুল হুফফাজ) এই ঘটনা বয়ান করার পর জাকারিয়া কান্ধলভী বলেন, এই ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। --- - - - - - - - - এই রহস্যের দরুনই ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) হইতেও হাদীস রেওয়ায়াত খুব কমই শুনা যায়।" (জাকারিয়া কান্ধলভী; ফাযায়েলে আমল, হেকায়াতে সাহাবা অংশ, তাবলীগী কতুবখানা, ২০০৯, পৃষ্ঠা ৫৩০)

জাকারিয়া কান্ধলভীর এই বক্তব্য ঠিক। তাই আকতার ইলিয়াস সাহেবের তাবলীগী মেহনতে যারা যুক্ত তাদের উদ্দেশ্যে আমাদের নসীহত ফাজায়েলে আমল কিতাব হয় ভুল-নির্দেশক-টীকা যুক্ত করে প্রকাশ করা হোক, অথবা নিষিদ্ধ করা হোক এবং পুড়িয়ে দেয়া হোক।

এমন আবেদন নতুন কিছু নয়। ওস্তাদ ইস্তাম্বুলী "কুতুবুন লাইছাত মিনাল ইসলাম" (অনেক কিতাব ইসলামের নয়) নামক কিতাবে জাযুলীর দালায়েলুল খায়রাত, বুসিরীর কাসীদায়ে বুরদাহ, মাওলিদুল উরুস, তবাকাতে আওলিয়া ইত্যাদি কিতাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং সেগুলোকে পুড়িয়ে দেয়ার জোর দাবী করেছেন। যেসব কিতাবে ভুল কম সেসব কিতাবকে ভুল-নির্দেশক-টীকা যুক্ত করে প্রকাশ করা যায়। কিন্তু ফাজায়েলে আমল কিতাবের ভুল এত বেশি এতে হাজার হাজার ভুল-নির্দেশক-টীকা যুক্ত করতে হবে। আবু বকর (রাযিআল্লাহু 'আনহু) যদি হাদীস সম্বলিত কিতাব জ্বালাইয়া দিতে পারেন, উসমান (রা:) যদি কুরআনের অবিন্যস্ত টুকরা জ্বালাইয়া দিতে পারেন তবে ফাজায়েলে আমলের মত কিতাবও পুড়িয়ে দিতে আপত্তি করার কারণ দেখি না।

তাবলীগ ও দীন শিখানোর জন্য তাবলীগ ও দীন শিখানোর জন্য ভিত্তি হিছাবে নিতে হবে কুরআন। পাশাপাশি কয়েকটি ভালো কিতাব ব্যবহার করা যায় যেমন ইমাম নাছায়ী (রহ:) (মওত ৩০৩ হিজরী) রচিত "ফাযায়েলে কুরআন", ইমাম নাছায়ী (রহ:) রচিত "আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ", শাহ ঈসমাঈল শহীদ (রহ:) রচিত "তাকভীয়াতুল ঈমান" ইত্যাদি।

হাদীস অন্য মুহাদ্দিস গ্রহণ না করলেও তার শর্তে গ্রহণযে ওয়ায় কিতাবে রেখেছেন।

ইমাম মুসলিম বলেন, আমরা দেখেছি অনেক লোক আছে যারা নিজেদেরকে মুহাদ্দিস (হাদীস-বিশারদ) বলে দাবি করে অথচ সহীহ-যঈফ হাদীসের বাছ-বিচার করে না এবং সহীহ হাদীস বর্ণনার মধ্য সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং তারা বিনা দ্বিধায় ঐসব অপছন্দনীয় রাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করে যাদের থেকে হাদীস নেয়া হাদীসের ইমামগণ (যেমন ইমাম মালিক, শুবা, ইয়াহয়া কাততান, ইবনে মাহদী ওগয়রহ) দোষনীয় বলেছেন।

ইমাম মুসলিম বলেন, যঈফ হাদীস বর্ণনা করার সময় যঈফ জানা সত্ত্বেও যারা মানুষের সামনে হাদীসের ত্রুটি তুলে ধরে না, তারা গুনাহগার হবে। আর সাধারণ মুসলিমদের নিকট প্রতারক বলে গণ্য হবে। কারণ যারা যঈফ হাদীস শুনবে এবং সেগুলোর উপর আমল করবে অথচ ঐসব হাদীস অধিকাংশ ভিত্তিহীন মিথ্যা বানোয়াট।"

ইমাম মুসলিম বলেন, পৃথিবীতে নির্ভরযোগ্য ও আস্থাশীল বর্ণনাকারীদের বর্ণিত অসংখ্য নির্ভুল সহীহ হাদীসের বিরাট ভান্ডার আমাদের সামনে বিদ্যমান থাকতে কোন ক্রমেই যঈফ হাদীস গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে না।

ইমাম মুসলিম বলেন, আমি মনে করি, যে সব লোক যঈফ হাদীস ও অজানা সনদের উপর নির্ভর করে নিজেকে অধিক হাদীস বয়ানকারী হিসাবে জাহির করেন বা কিতাবের ভলিউম বাড়ান হাদীসের খেদমতে তাদের কোন অংশ নেই। বস্তুত এমন ব্যক্তি আলিম হিসাবে আখ্যায়িত না হয়ে বরং জাহিল (মূর্খ) হিসাবে আখ্যায়িত হবার বেশি উপযুক্ত। (সহীহ মুসলিমের ভূমিকা)

জাল হাদীস ও মিথ্যা কেসসা বয়ানের কি সাফাই থাকতে পারে। বর্তমান জামানার একজন সম্মানিত আলিম আব্দুল কাহহার সিদ্দিকী (রহ:) বলেন, "যেসকল কথাকে 'জাল হাদীস' বলে জানতে পারবেন সেগুলিকে কোন অজুহাতেই আর বলবেন না বা পালন করবেন না। তাহকীক করুন। কিন্তু 'অমুক বলেছেন', 'তমুক লিখেছেন', 'সহীহ না হলে কি তিনি বলতেন বা লিখতেন' ইত্যাদি কোন অজুহাতেই সেগুলি বলবেন না বা পালন করবেন না। আমাদের প্রত্যেককে আল্লাহর দরবারে তার নিজ কর্মের হিসাব দিতে হবে, অন্যের কর্মের নয়। কেউ হয়ত না জেনে বা ভুলে জাল হাদীস বলেছেন, সে কারণে কি আমি জেনে শুনে একটি জাল হাদীস বলব? - - - - - - - - কোন হাদীস জাল বলে জানার পরে মুমিনের দায়িত্ব হলো তা বলা বা পালন স্থগিত করা। প্রয়োজনে সে বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা করে নিশ্চিত হতে হবে। - - - - - - মনে রাখবেন যে, কোন মুসলিম যদি জীবনে একটিও হাদীস না বলেন তবে তার কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু ওয়াজ, দাওয়াত, ইবাদত, বা অন্য যে কোন নেক উদ্দেশ্যে যদি একটিও মিথ্যা বা জাল হাদীস বলেন তবে তা হবে কঠিনতম একটি পাপ।" (হাদীসের নামে জালিয়াতি, খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, পৃষ্ঠা ৩-৪)

খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর বলেন, "অনেকেই মনে করেন, হাদীস মানেই রসুলুল্লাহ (স.)এর বাণী, কাজেই কোন হাদীসকে দুর্বল বলে মনে করার অর্থ রসুলুল্লাহ (স.)এর

১০ টি মহামূল্য হাদীস

সকল তারীফ মহান আল্লাহর যিনি আমাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ পাঠিয়ে সরল পথ দেখিয়েছেন। নবী করীমের জন্য দরূদ ও সালাম। আসুন কয়েকটি হাদীস মনে করি এবং এগুলিকে মাথায় রেখে আলোচনায় অগ্রসর হই।

হাদীস ১: নবী (স.) বলেন, **তোমরা বল, আল্লাহ ছাড়া উপাস নেই; তোমরা সফল হবে।** (দারাকুতনী, ইবনে হিব্বান, হাকিম; রবিআহ বিন আব্বাদ দায়লী থেকে বর্ণিত; সহীহ)

হাদীস ২: নবী (স.) বলেন, **তোমাদের মধে সেরা তারা যারা কুরআন শেখে এবং শেখায়।** (দারেমী; আলী থেকে; সহীহ)

হাদীস ৩: নবী (স.) বলেন, **"অবশ্যই খায়রুল হাদীস আল্লাহর কিতাব আর সেরা পথ আল্লাহর রসূল মুহম্মদের পথ। সবচেয়ে খারাপ কাজ তার মধ্যে নতুন রীতি চালু করা আর প্রত্যেক বিদআত পথভ্রষ্টতা।"** (মুসলিম, তিরমিযী; জাবির (রা.) থেকে; সহীহ)

হাদীস ৪: নবী (স:) বলেন, **"যে লোক তার ভাইয়ের সম্মানহানি বা অন্য কোন ব্যপারে যুলুমের জন্য দায়ী সে যেন আজই তার কাছ থেকে মাফ চেয়ে নেয় সেদিনের আগে যে দিন তার কোন দীনার ও দিরহাম থাকবে না। সে দিন তার কোন নেকী থাকলে তা থেকে তার দায়ের পরিমাণ কেটে দেয়া হবে? আর তার কোন নেকী না থাকলে তার প্রতিপক্ষের পাপ হতে কিছু নিয়ে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে।"** (বুখারী; আবু হুরায়রা (রা) থেকে; সহীহ)

হাদীস ৫: নবী (স.) বলেন: **"যা কিছু জান্নাতকে কাছে আনে এবং যা কিছু জাহান্নামকে দূরে ঠেলে তার সবই তোমাদেরকে বয়ান করা হয়েছে কিছুই বাকী রাখা হয় নি।"** (তাবারানী, হাকিম; সহীহ)

হাদীস ৬: আলী (রা:) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (স:)কে বললাম, যদি আমাদের কাছে এমন কোন বিষয় আসে যে বিষয়ে কোন নির্দেশ নেই, নিষেধও নেই সে বিষয়ে আপনি আমাদেরকে কি নির্দেশ করেন? নবী (স:) বললেন, **"তোমরা ফকীহগণের সাথে এবং আবেদগণের সাথে পরামর্শ করবে তবে খাস করে কারো রায়কে গুরুত্ব দেবে না।"** (ত্বাবারানী মুজাম আওসাতে ১৬৪৭, আরও ঃ খলীফা বিন খাইয়াত্ব তার মুসনাদে ৪৬; ছুয়ুতী সহীহ বলেছেন।)

হাদীস ৭: রসূল (স.) বলেছেন, **"কিয়ামত দিবসে বান্দার পহেলা হিছাব হবে সালাতের। যার সালাত সালেহ হবে তার সকল আমলই সালেহ হবে আর যার**

সালাত ফাছেদ হবে তার সকল আমলই ফাছেদ হবে।" (তিরমিযী, আবু দাউদ; আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে; সহীহ)

হাদীস ৮: নবী (সঃ) বলেছেন, **"যে সালাত হিফাযত করবে তা তার জন কিয়ামত দিবসে নুর, দলীল ও নাজাতের ওসীলা হবে। যে সালাত হিফাযত করবে না তা তার জন কিয়ামত দিবসে নুর, দলীল ও নাজাতের ওসীলা হবে না। তার হাশর হবে ফেরাউন, হামান ও উবাই বিন খলাফের সাথে।"** (দারেমী, আহমদ, আব্দ বিন হুমাইদ; □□□□ □□□ (□□) থেকে, সহীহ)

হাদীস ৯: একদিন রসূলুল্লাহ (স.) সাহাবীদেরকে মুসলিম উম্মাহর মতবিরোধ সম্পর্কে সতর্ক করেন। সাহাবীগণ সওয়াল করলেন, "এক্ষেত্রে কোন দল সঠিক?" তিনি বললেন, **"আমি এবং আমার সাহাবীগণ যার উপরে আছি।"** (তিরমিযী; ইবনে আমর (রা.) থেকে; সহীহ)

হাদীস ১০: নবী (স.) বলেন, **"যে আমার নামে কোন কথা বলবে যা আমি বলিনি সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা করে।"** (বুখারী; সালামা ইবনে আকওয়া (রা:) থেকে; সহীহ)

সত্যের পথে জান্নাত, মিথ্যার পথে জাহান্নাম

মহান আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।" (কুরআন ৯:১১৯) অর্থাৎ সত্যবাদী হও।

মহান আল্লাহ বলেন, "সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশায়ো না এবং সত্য গোপন করো না যখন তোমরা তা জান।" (কুরআন ২: ৪২)

মহান আল্লাহ মুনকার (বা অন্যায়) কাজে নিষেধ করতে বলেছেন। আর মিথ্যাকথা বলা একটি ভয়ংকর মুনকার।

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, **"তোমাদের জন্য সত্যবাদিতা জরূরী। কারণ সত্যবাদিতা সৎকাজের দিকে নিয়ে যায় আর সৎকাজ জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ বরাবর সত্যকথা বলতে থাকলে ও সত্যকথা বলার অনুশীলন করতে থাকলে সে আল্লাহর কাছে সিদ্দীক (সত্যবাদী) বলে লিখিত হয়। তোমরা মিথ্যা কথা বলা থেকে বেঁচে থাক। মিথ্যাবাদিতা পাপের দিকে নিয়ে যায় আর পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ বরাবর মিথ্যা কথা বলতে থাকলে ও মিথ্যাকথা বলার অনুশীলন করতে থাকলে সে আল্লাহর কাছে কাযযাব (মহামিথ্যুক) বলে লিখিত হয়।" (বুখারী, মুসলিম)**

চোখ খোলা রেখে তাদের কিতাব পড়লে পাঠকগণ নিজেরাই আরো নমুনা ধরতে পারবেন। জাকারিয়া কান্ধলভী সাহেবের ফাযায়েলে আমল ও ফাযায়েলে ছাদাকাত কিতাবে জাল হাদীস ও মিথ্যা কেসসা □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ যিম্মাদারগণ □□□□। □□□□□ প্রতিক্রিয় নিম্নরূপ।

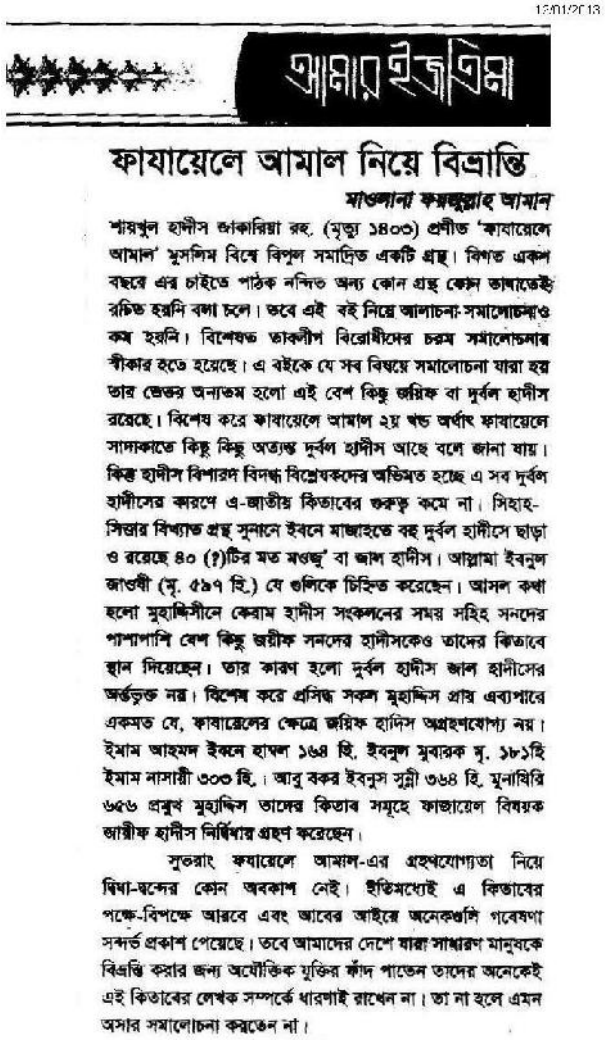

12/01/2013

আমার ইজতিমা

ফাযায়েলে আমাল নিয়ে বিভ্রান্তি

মাওলানা ফযলুল্লাহ আমান

শায়খুল হাদীস জাকারিয়া রহ. (মৃত্যু ১৪০৩) প্রণীত 'ফাযায়েলে আমাল' মুসলিম বিশ্বে বিপুল সমাদৃত একটি গ্রন্থ। বিগত একশ বছরে এর চাইতে পাঠক নন্দিত অন্য কোন গ্রন্থ কোন ভাষাতেই রচিত হয়নি বলা চলে। তবে এই বই নিয়ে আলোচনা-সমালোচনাও কম হয়নি। বিশেষত তাবলীগ বিরোধীদের চরম সমালোচনার শীকার হতে হয়েছে। এ বইকে যে সব বিষয়ে সমালোচনা যারা হয় তার ভেতর অন্যতম হলো এই বেশ কিছু জয়িফ বা দুর্বল হাদীস রয়েছে। বিশেষ করে ফাযায়েলে আমাল ২য় খন্ড অর্থাৎ ফাযায়েলে সাদাকাতে কিছু কিছু অত্যন্ত দুর্বল হাদীস আছে বলে জানা যায়। কিন্তু হাদীস বিশারদ বিদগ্ধ বিশ্লেষকদের অভিমত হচ্ছে এ সব দুর্বল হাদীসের কারণে এ-জাতীয় কিতাবের গুরুত্ব কমে না। সিহাহ-সিত্তার বিখ্যাত গ্রন্থ সুনানে ইবনে মাজাহতে বহু দুর্বল হাদীসে ছাড়াও রয়েছে ৪০ (?)টির মত মওজু' বা জাল হাদীস। আল্লামা ইবনুল জাওযী (মৃ. ৫৯৭ হি.) যে গুলিকে চিহ্নিত করেছেন। আসল কথা হলো মুহাদ্দিসীনে কেরাম হাদীস সংকলনের সময় সহিহ সনদের পাশাপাশি বেশ কিছু জয়ীফ সনদের হাদীসকেও তাদের কিতাবে স্থান দিয়েছেন। তার কারণ হলো দুর্বল হাদীস জাল হাদীসের অর্ন্তভুক্ত নয়। বিশেষ করে প্রসিদ্ধ সকল মুহাদ্দিস প্রায় এব্যাপারে একমত যে, ফাযায়েলের ক্ষেত্রে জয়িফ হাদিস অগ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ১৬৪ হি. ইবনুল মুবারক মৃ. ১৮১হি ইমাম নাসায়ী ৩০৩ হি.। আবু বকর ইবনুস সুন্নী ৩৬৪ হি. মুনাযিরি ৬৫৬ প্রমুখ মুহাদ্দিস তাদের কিতাব সমূহে ফাজায়েল বিষয়ক জায়ীফ হাদীস নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন।

সুতরাং ফযায়েলে আমাল-এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দের কোন অবকাশ নেই। ইতিমধ্যেই এ কিতাবের পক্ষে-বিপক্ষে আরবে এবং আরবের বাইরে অনেকগুলি গবেষণা সন্দর্ভ প্রকাশ পেয়েছে। তবে আমাদের দেশে যারা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্তি করার জন্য অযৌক্তিক যুক্তির ফাঁদ পাতেন তাদের অনেকেই এই কিতাবের লেখক সম্পর্কে ধারণাই রাখেন না। তা না হলে এমন অসার সমালোচনা করতেন না।

জনাব আমান বলেছেন যে ইমা আহমদ, নাছায়ী বিনা দ্বিধায় যয়ীফ হাদীস গ্রহণ করেছেন। এটি একটি মিথ্যারো৷ । ইমামগণ হাদীসের বাছ-বিচার করতেন তবে কিছু

শয়তান বলে আমি মানুষকে পাপের দ্বারা ধ্বংস করি - - - - হাদীসটি জাল।	□□□□□□, ফাযায়েলে আমল, ফাযায়েলে জিকর অংশ পৃষ্ঠা ২৯৪
শিশুরা যখন কথা বলতে শিখে তখন পহেলা তাকে কালিমা শিক্ষা দাও। - - - -জাকারিয়া কান্ধলভী লিখেছেন হাদীসটি মওযু (موضوع) বা জাল।	ফাযায়েলে আমল, ফাযায়েলে জিকর অংশ পৃষ্ঠা ৩১২
এক পাগলের কথা বলা হয়েছে: সে না-কি আল্লাহকে দেখতে পেত।	ফাযায়েলে আমল, ফাযায়েলে জিকর অংশ পৃষ্ঠা ৩৬৭
মুশরিক মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী বলেন, "আমি শাবান মাসে দুইবার লাইলাতুল কদর পেয়েছি"।	ফাযায়েলে আমল, ফাযায়েলে রমজান অংশ পৃষ্ঠা ৪২৪
হুজুরে পাক (স) এর **মলমূত্র রক্ত সব কিছুই** পবিত্র। ভুল কথা	ফাযায়েলে আমল, হেকায়েতে সাহাবা পৃষ্ঠা ৬১০
পীরকে দুই জাহানের আশ্রয়স্থল বলা শিরক	ফাযায়েলে ছাদাকাত পৃষ্ঠা ৩৭০
খ্রিস্টান সন্ন্যাসীর কাছ থেকে নসীহত নেওয়া	ফাযায়েলে ছাদাকাত পৃষ্ঠা ৩৮৮
এক বুজুর্গ নাকি রাতে এক হাজার রাকআত সালাত পড়তেন। বিদআত	ফাযায়েলে ছাদাকাত পৃষ্ঠা ৩৮৯
এই সব বুজুর্গান যখন ৪০ বছরে পৌছিতেন তখন বিছানা গুছাইয়া রাখতেন ও শোয়ার নম্বর খতম হয়ে যেত। বিদআত	ফাযায়েলে ছাদাকাত পৃষ্ঠা ৩৮৯
বুজুর্গ মওতের ফেরেশতাকে বসিয়ে রেখে নামাজ পড়লেন	ফাযায়েলে ছাদাকাত পৃষ্ঠা ৪৩৮
আখিরাতের কোন কিছুর প্রতিই লোভ করবে না। **এটা কুরআনের বিপরীত শিক্ষা**	ফাযায়েলে ছাদাকাত পৃষ্ঠা ৪৭৮
আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (র) শুধু মালের দরুনই ফকীর মোহাজেরদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। অপবাদ	ফাযায়েলে ছাদাকাত পৃষ্ঠা ৪৮১
জান্নাতের বাগান বিক্রি শিরক	ফাযায়েলে ছাদাকাত পৃষ্ঠা ৪৮৫
নবী (স.) স্বপ্নে শরাব পানের হুকুম করলেন!	ফাযায়েলে দরূদ শরীফ পৃষ্ঠা ৬৮
পাপী লোক নবী (স)এর কাছ থেকে সাহায্য লাভের মিথ্যা কেসসা শিরক	ফাযায়েলে দরূদ শরীফ পৃষ্ঠা ১২২
নবী (স.) বেগানা নারীর মুখে ও পেটে হাত বুলালেন মিথ্যা কাহিনী/শিরক	ফাযায়েলে দরূদ শরীফ পৃষ্ঠা ১২৬
জামী নবী (স) কে ডেকে বলছে: দুর্বল ও অসহায়দেরকে সাহায্য করুন শিরক	ফাযায়েলে দরূদ শরীফ পৃষ্ঠা ১৪৩
ইবরাহীম বিন শায়বান নবী (স.)এর কবর থেকে সালামের জওয়াব শুনতে পান। মিথ্যা কাহিনী	ফাযায়েলে হজ্জ পৃষ্ঠা ১৩৭
আহমদ কবীর রেফায়ী নামক সুফী নবী (স.) কবরের পাশে সালাম দিলে তার সাথে মুসাফাহা করার জন্য কবর থেকে হাত বের হয়ে এসেছিলো। মিথ্যা কাহিনী	ফাযায়েলে হজ্জ পৃষ্ঠা ১৪১

কবীরাহ গুনাহসমূহের মধ্যে শিরকের পরে দোসরা কবীরাহ গুনাহ পিতামাতার সাথে দুর্ব্যবহার, তেসরা কবীরাহ গুনাহ মিথ্যা বলা।

নবী (স.) বলেন, **"কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে সে যত কথা-ই শোনে তা-ই বর্ণনা করে।"** (মুসলিম)

নবী (স.) বলেন, **"তোমরা অনুমান থেকে বেঁচে থাক। কারণ তা (সময়ে) সবচেয়ে বেশি মিথ্যা কথা বলে সাব্যস্ত হয়।"** (বুখারী, মুসলিম)

নবী (স.) বলেন, **"তোমার দীনকে খালেস রাখ, কম আমলই তোমার জন্য কাফী হবে।"** (হাকিম)

সকল মিথ্যাই ক্ষতিকর। তবে সবচেয়ে বিপজ্জনক আল্লাহ ও রসূল সম্পর্কে মিথ্যা, কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে মিথ্যা। ইসলাম সম্পর্কে কোন কথা মানতে হলে তার সত্যতা যাচাই করতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেন, "ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশি জালেম কে যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বানায়?" (কুরআন - আনআম ৬ঃ২১, ৬:৯৩, ৬:১৪৪, আরাফ ৭:৩৭, ইউনুস ১০: ১৭, হূদ ১১:১৮ এবং আরো অনেক আয়াতে)

নবী (স.) বলেন, **"আমার তরফ থেকে তাবলীগ কর, যদিও তা একটি আয়াত হয়। যে আমার নামে মিথ্যা কথা বলবে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা করে নেয়।"** (বুখারী)

ইমাম মুসলিম বলেন আমরা দেখেছি অনেক লোক আছে যারা নিজেদেরকে মুহাদ্দিস (হাদীস-বিশারদ) বলে দাবি করে অথচ সহীহ-যঈফ হাদীসের বাছ-বিচার করে না এবং সহীহ হাদীস বর্ণনার মধ্য সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং তারা বিনা দ্বিধায় ঐসব অপছন্দনীয় রাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করে যাদের থেকে হাদীস নেয়া হাদীসের ইমামগণ (যেমন ইমাম মালিক, শুবা, ইয়াহয়া কাততান, ইবনে মাহদী ওগয়রহ) দোষনীয় বলেছেন। (সহীহ মুসলিমের ভূমিকা)

ইমাম মুসলিম বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব যে তিনি কেবল নির্ভরযোগ্য রাবীর হাদীস বর্ণনা করবেন; আর পক্ষপাতদুষ্ট ও জালকারী রাবীর বর্ণনা থেকে বিরত থাকবেন। দলীল: হে মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও। (49:6)

যাদের সাক্ষ্য সম্পর্কে তোমরা র আছ, ... (2:282)

..... এবং তোমাদের মধ্য থেকে ন্যায়বান দুইজনকে সাক্ষী বানাবে .. (65:2)

(সহীহ মুসলিমের ভূমিকা)

বসরার কাযী ইয়াস (ম. 122 হি:) বলেন, উল্টা পাল্টা হাদীস বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকবে। কারণ যে এমন করে সে অপমানিত হয়।

(তাবেযী) ইবনে ছীরীন (ম. ১১০ হিঃ) বলেন: অবশ্যই এই এলেম (হাদীসের এলেম) দীন। অতএব যাচাই করে দেখ তোমরা কার কাছ থেকে দীন নিচ্ছ। তিনি বলেন: আগে সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হত না। কিন্তু যখন ফিতনা [1] দেখা গেল তখন বলা হল, তোমাদের লোকদের বিবরণ দাও" যদি দেখা যেত যে, বর্ণনাকারী 'আহলে সুন্নাহ' দলভূক্ত □□□□ তাঁদের বর্ণিত হা□□□ গ্রহণ □□□ □□। কিন্তু '□□□□ □□□□□' দলভূক্ত □□□ □□□ বর্ণিত হা□□□ গ্রহণ □□□ □□ □□। □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□, রসূলের □□□□ নির্ভরযোগ্য লোক □□□□ কেউ বর্ণনা ক□□□ □□□□ □□।

ইমাম মুসলিম বলেন, যঈফ হাদীস বর্ণনা করার সময় যঈফ জানা সত্ত্বেও যারা

[1] □□□□ □□□□ □□□, □□□□□, □□□□□□ ইত্যাদি ভ্রান্ত ধ□□□ উৎপত্তি বুঝানো হ□□□।

ছাকতী, জুন নুন মিসরী, জুনায়েদ বাগদাদী, হাবীবে আজমী, রাবেয়া বসরী, শিবলী, ইবরাহীম খাওয়াছ, আব্দুল আযীয দাব্বাগ, ইবরাহীম বিন আদহাম, ইবরাহীম বিন শায়বান, আবু ইয়াকুব ছনুছী, মামশাদ দিনাওয়ারী, আহমদ কবীর রিফায়ী, ইবনে জালা, জালালুদ্দীন রুমী, জামী, জাযুলী, বুসিরী, জরদাক, আবুল লাইছ, আবু সুলায়মান দারানী, আশরাফ আলী থানভী ওগয়রহ।
এছাড়া জনৈক ফকীর, জনৈক দরবেশ, জনৈক বুজুর্গ, জনৈক পাগল এরকম কত লোকের কেসসা যে বলেছেন তার হিসাব নাই।

এক নজরে কিছু শিরকী, বিদআতী কথা, মিথ্যা হাদীস ও কাহিনী

বর্ণনা	কিতাব
এরা মুশরিক ইবনে আরাবীকে শায়খে আকবর (অর্থাৎ বড় উস্তাদ বা পীর) বলে মানে। তওবা ৯:১১৯ এই আয়াতের অপব্যাখ্যা	ফাযায়েলে আমল, ফাযায়েলে তাবলীগ অংশ পৃষ্ঠা ৩৪
কেউ এক ওয়াক্ত নামাজ কাজা পড়লে এক হোকবা জাহান্নামে জ্বলবে। (জাল হাদীস)	□□□□□□□ □□□□, ফাযায়েলে আমল, ফাযায়েলে নামাজ অংশ পৃষ্ঠা ৭৬
এক সৈয়দ সাহেব সম্পর্কে বর্ণিত আছে বারো দিন পর্যন্ত একই অজুতে সমস্ত নামাজ আদায় করিয়াছেন এবং ক্রমাগত পনের বৎসর যাবৎ শুইবার সুযোগ হয় নাই।	ফাযায়েলে আমল, ফাযায়েলে নামাজ অংশ পৃষ্ঠা ১০৪
সূরা ইয়াসীনকে তাওরাতে মোয়াম্মা বলা হয়েছে। জাল হাদীস	ফাযায়েলে আমল, ফাযায়েলে কোরআন অংশ পৃষ্ঠা ১৮৬
আব্দুল আযীয দাব্বাগ না-কি আরবী শুনেই বলতে পারতেন তা কুরআনের আয়াত না হাদীস নবভী না হাদীসে কুদসী?	ফাযায়েলে আমল, ফাযায়েলে জিকর অংশ, পৃষ্ঠা ২৪৩
আরশের সম্মুখে একটি নূরের খুটি আছে। - - - - - হাদীসটি জাল।	□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□, ফাযায়েলে আমল, ফাযায়েলে জিকর অংশ পৃষ্ঠা ২৮৬
এক যুবকের প্রশংসা করে বলা হয়েছে: ".... সে না-কি বেহেশত ও দোযখ দেখতে পেত.....। মিথ্যা কাহিনী	ফাযায়েলে আমল, ফাযায়েলে জিকর অংশ পৃষ্ঠা ২৯১

দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ কখনো কখনো ঝিমিয়ে পড়েছে। মুহম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহঃ) (মওত ১৭৯২ ঈসায়ী), শাহ ঈসমাঈল শহীদ (রহঃ)(১৭৭৯-১৮৩১), আহমদ শহীদ (১৭৮৬-১৮৩১)-এর তাবলীগী কর্মকাণ্ড এক সময় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

আকতার ইলিয়াস সাহেবের তাবলীগী মেহনত কি ঠিক ?

আকতার ইলিয়াস সাহেব তাবলীগী মেহনত শুরু করেন ১৯২৬ ঈসায়ী সনে। এই মেহনত বিশ্বে বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। আকতার ইলিয়াস ও জাকারিয়া কান্ধলভী - এরা সকলেই চিশতীয়া সুফী তরীকার অনুসারী। ফলে তাদের কথা ও কর্মে সুফীদের ভুল-চুক চলে এসেছে।

আকতার ইলিয়াস সাহেব বলেন, **"তাবলীগের এই নিয়ম আমার কাছে স্বপ্নযোগে জাহির হয়।"** (মালফুজাতে হজরতজী ইলিয়াস)

তাবলীগ জামাআত বলে, তারা কালেমার দেয়; তারা আল্লাহর রাস্তায় মেহনত করেন। তারা জাকারিয়া সাহেব রচিত "ফাযায়েলে আমল" মসজিদে ও বাড়িতে প্রতিদিন পড়তে বলে। কিতাবগুলির নাম দেখে আমরা মনে করেছিলাম এগুলো খুব ভালো কিতাব। কিন্তু সুন্দর নাম ও সুন্দর মলাটের ভিতরে রয়েছে নবীর তরীকার বিপরীতে তাদের নিজস্ব বুজুর্গদের (যেমন ইবনে আরাবী, ফাছেক হারেছ মুহাছেবী ও অন্য সুফীদের) বাতিল মতবাদ। তাই তাদের সাথী হওয়া আমরা বিপজ্জনক মনে করি। হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, "বিদআতীর মজলিসে বসবে না, বসলে তোমার অন্তরও আক্রান্ত হবে।"

অসতর্ক আমজনতা ইলিয়াস সাহেবের তাবলীগী মেহনত শরীক হওয়াকে অনেক সওয়াবের কাজ মনে করে। জাকারিয়া কান্ধলভী তার ফাযায়েলে ছাদাকাত কিতাবে লিখেছেন, কঠোরভাবে বিদআত হতে আত্মরক্ষা করবে। একমাত্র প্রিয় নবীর ও সাহাবায়ে কেরামের আমল ও আদর্শ তালাশ করিয়া উহার উপর আমল করবে। কারো নিকট লোকের অতিমাত্রায় আনাগোনা দেখেই তাকে মকবুল মনে করবে না। (জাকারিয়া কান্ধলভী, ফাযায়েলে ছাদাকাত, তাবলীগী কতুবখানা, ২০০৭, পৃষ্ঠা ৩৩১)

জাকারিয়া কান্ধলভীর এই কথাগুলি হক কথা। লেকিন তিনি ও তার অনুসারীরা নিজেরাই বিদআতে লিপ্ত।

ফাযায়েলে আমল কিতাবে যত আয়াত ও সহীহ হাদীছ আছে, তার চেয়ে বেশি আছে মিথ্যা হাদীস ও কাহিনী, এমন কি বেশ কিছু শিরকী কথা আছে। এসব এর উদাহরণ এরই মধ্যে আপনারা পেয়েছেন।

জাকারিয়া কান্ধলভী সাহেব তার ফাযায়েলে আমল ও ফাযায়েলে ছাদাকাত কিতাবে অসংখ্য সুফীদের কেসসা লিখেছেন। যেমন শকীক বলখী, হাতেম আছেম, আব্দুল ওয়াহেদ বিন জায়দ চিশতী, হারেছ মুহাছেবী, মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী, ছিররী

মানুষের সামনে হাদীসের ত্রুটি তুলে ধরে না, তারা গুনাহ্গার হবে। আর সাধারণ মুসলিমদের নিকট প্রতারক বলে গণ্য হবে। কার□ □□□ □□□ □□□□ শুনবে □□□ সেগুলো: □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□ ভিত্তিহীন মিথ্যা □□□□□□□।" (সহীহ মুসলিমের ভূমিকা)

□□□□ উলাইয়ার মজলিসে এক লোক এক রাবী তেকে হাদী বর্ণনা □□□। □□□□□ □□□□□, □ □□□ □□□□ (নির্ভরযোগ্য) ন□।" □□□ লোকটি ব□□, □□□□ □□□ □□□□ □□□□□!" □□□□ □□□□□□ □□□□□, সে □□□□ □□□ □□। সে □□□□□ যে □ □□□ □□□□□ (নির্ভরযোগ্য) নয়।" □□□□ □□□□□□ □□□ বুঝিয়েছেন যে □□□□□□ □□□ নির্ভরযোগ্য কি□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□। □□□□ নেককার লোকও □□□□□□ □□□ □□□□□□ নির্ভরযোগ্য না □□□ □□□□□।

ইমাম মুসলিম বলেন পৃথিবীতে নির্ভরযোগ্য ও আস্থাশীল বর্ণনাকারীদের বর্ণিত অসংখ্য নির্ভুল সহীহ হাদীসের বিরাট ভান্ডার আমাদের সামনে বিদ্যমান থাকতে কোন ক্রমেই যঈফ হাদীস গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে না। (সহীহ মুসলিমের ভূমিকা)

□□□ □□□□ □□□ আমলযোগ্য□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ কেন? - □□□ প্রশ্নের জ□□□□ □□□□ □□□□□□□ (□□.) □□□□, মুহাদ্দিসগণ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□ বর্ণিত দুর্বল হা□□□□ সনাক্ত □□□□ জন □□□□□ লিপিবদ্ধ □□□□। □□□□ ইয়াহ্ইয়া □□□ □□□□ □□□□, □□□ □□□ □ □□□ □□□□ এজন লিপিবদ্ধ □□□ □□□□ ভবিষ্যতে এগুলোকে কেউ পরিবর্তন □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□। (শরহু □□□□□ □□□□□□□ □□ পৃঃ)

ইমাম মুসলিম বলেন আমি মনে করি, যে সব লোক যঈফ হাদীস ও অজানা সনদের উপর নির্ভর ক□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ করেন বা কিতাবের ভলিউম বাড়ান হাদীসের খেদমতে তাদের কোন অংশ নেই।

বস্তুত এমন ব্যক্তি আলিম হিসাবে আখ্যায়িত না হয়ে বরং জাহিল (মূর্খ) হিসাবে আখ্যায়িত হবার বেশি উপযুক্ত। (সহীহ মুসলিমের ভূমিকা)

আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) (মওত ৫৬১ হিজরী) বলেন, "জ্ঞানী মুমিনদের জন্য উত্তম হল, কুরআন হাদীসের জাহেরী অর্থ অনুসারে আমল করা, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের পূর্ণ অনুসরণ করা, নতুন নতুন কথা আবিষ্কার না করা, দীনের কাজ ও বিধানে বেশ-কম না করা।" (গুনিয়াতুত তালিবীন, আব্দুল কাদের জিলানী) [2]

ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) (মওত ৫৯৭ হি:) বলেন, "একটি সম্প্রদায় উৎসাহ ও ভীতিউদ্রেককারী হাদীস বানায়। ইবলীস তাদেরকে এই বলে ধোকা দেয় - এর উদ্দেশ্য তো মানুষকে কল্যাণের দিকে নেয়া ও অকল্যাণ থেকে ফিরানো। তাদের এ কাজে মনে হয় শরীয়ত জাল হাদীসের মুখাপেক্ষী। তারা ভুলে যায় নবী (স.)এর বাণী ঃ **যে আমার বিষয়ে ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যারোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার নিবাস নির্ধারণ করে।**" (মুসলিম) (তালবীছু ইবলীস, ইমাম ইবনুল জাওযী, দারুল হাদীস, কায়রো, পৃষ্ঠা ১২৮) [3]

আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা

১. আল্লাহকে দেখতে পাওয়াঃ

এক পাগলের কথা বলা হয়েছে: "- - - - সে না-কি আল্লাহকে দেখতে পেত।" (জাকারিয়া কান্ধলভী সাহারানপুরী, ফাযায়েলে আমল, ফাযায়েলে জিকির, তাবলীগী কতুবখানা, ২০০৯, পৃষ্ঠা ৩৬৭)

---

২ কেউ কেউ বলেন, আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) কাদেরিয়া তরীকা প্রবর্তন করেন এবং সিররুল আসরার নামক কিতাব লেখেন। এই কথাগুলি মিথ্যা। সত্যকথা হল তার নিজের বক্তব্যমতে তিনি ছিলেন আহলে হাদীস আলেম। তিনি কাদেরিয়া তরীকা প্রবর্তন করেন নি। সিররুল আসরার নামক কিতাব অন্য কেউ লিখে তার নামে চালিয়ে দিয়েছে। সিররুল আসরার কিতাবে রুমী, আত্তার ও শামছ তাব্রিজীর বক্তব্য আছে। রুমী ও শামছ তাব্রিজীর জন্ম আব্দুল কাদের জিলানীর (রহঃ) ইন্তেকালের পরে। আত্তার আব্দুল কাদের জিলানীর (রহঃ) চেয়ে বয়সে ৪০ বছরের ছোট। তার গুনিয়াতুত তালিবীন কিতাবে কিছু ভুল কথা, কিছু যয়ীফ ও জাল হাদীস পাওয়া যায়। তবে এগুলি অনিচ্ছাকৃত ভুল বলেই আমাদের বিশ্বাস। তিনি ২৫ বছর জঙ্গলে থাকেন বলে যে কথা চালু আছে এরও কোন প্রমাণ নেই।

৩ ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) (মওত ৫৯৭ হি:) মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে সাবলীল লেখক ছিলেন। তিনি ৩৭৬টিরও বেশি কিতাব লেখেন। তার উল্লেখযোগ্য কিতাব যাদুল মাছীর ফী ইলমিত তাফসীর, মওযুয়াতে কবীর, আর রদ্দু আলা মুতাআসসিবিল আনীদ, আততাহকীক ফী আহাদিসিত তালীক, আল মানফাআহ ফীল মাযাহিবিল আরবাআহ, সয়দুল খাতির, তালবীছু ইবলীস, আল ওয়াফা বি আহওয়ালিল মুস্তাফা, তালকীহু ফুহুমি আহলিল আছার, যাম্মুল হাওয়া, কিতাবুল কুসসাস, ইলামুল আহইয়া বি আগলাতিল ইহইয়া, মানাকিব ইমাম আহমদ, মানাকিব ইমাম শাফিয়ী, সিফাতুস সাফওয়া, আলমুন্তা জাম ফী তারিখ ইত্যাদি।

২. নিঃশ্বাসের মাধ্যমে জিকির

শাহ ওয়ালীউল্লাহ কওলুল জামীল কিতাবে লিখেছেন, তার পিতা প্রথমাবস্থায় রোজ এক নিঃশ্বাসে দুইশত বার করে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়তেন। (জাকারিয়া কান্ধলভী সাহারানপুরী, ফাযায়েলে আমল, ফাযায়েলে জিকর অংশ, তাবলীগী কতুবখানা, ২০০৯, পৃষ্ঠা ২৯১)

৩. **নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওয়াসীলায় দোয়া করা**

ইমাম আবু হানীফা (র)সহ উলামা মৃত নবী-রসূলগণের ওয়াসীলা ধরা মানা' করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন, একমাত্র আল্লাহর ওয়াসীলা নিয়েই আল্লাহর কাছে দোয়া করা ব্যতীত অন্য কোন পন্থা এখতিয়ার করা জায়েয নয়। আমি তাদেরকে ঘৃণা করি যারা বলে অমুক অমুকের ওয়াসিলায়, বা নবী রসূলদের ওয়াসিলায় বা কাবাঘরের ওয়াসিলায় বা মাশআরুল হারামের ওয়াসিলায়।" (কুদুরীর শরহুল কারখী)

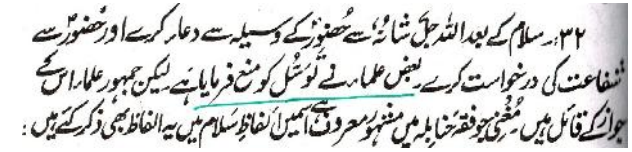

কুদুরী বলেন, যেহেতু স্রষ্টার উপর সৃষ্টির কোন কর্তৃত্ব নেই, তাই সৃষ্টির মাধ্যমে কিছু চাওয়া জায়েয নয়। আদম (আ:) নবী মুহম্মদ (স.)এর ওয়াসীলায় মাফ চেয়েছিলেন বলে যে হাদীস চালু আছে সেটি জাল। মৃত নবীর ওয়াসীলা ধরা যাবে না বলেই উমর (রা:) নবী (স:) এর ওয়াসীলা না ধরে আব্বাস (রা:)-এর দোয়ার ওয়াসীলা ধরেছিলেন। অথচ জাকারিয়া কান্ধলভী তার ফাযায়েলে হজ্জ কিতাবে লিখেছেন,

۳۲: سلام کے بعد اللہ جل شانہٗ سے حضورؐ کے وسیلہ سے دعا کرے اور حضورؐ سے شفاعت کی درخواست کرے۔ بعض علماء نے توسّل کو منع فرمایا ہے۔ لیکن جمہور علماء اس کے جواز کے قائل ہیں۔ مُغنی جو فقہ حنابلہ میں مشہور معروف کتاب ہے اس میں الفاظِ سلام میں یہ الفاظ بھی ذکر کیے ہیں:

সালাম কি বা'দ আল্লাহ জাল্লা শানুহু ছে হ ুজুর (স)কি ওয়াসীলাছে দোয়া করেয় আওর হ ুজুর (স)ছে শাফায়াত কি দরখাস্ত করেয়। বা'জ উলামা নে তাওয়াসসুল কো মানা' ফরমায়া হ্যায় লেকিন জমহ ুর উলামা উছ কি জাওয়ায কি কায়িল হ্যায়।

সালামের পর আল্লাহর কাছে হ ুজুর (স)এর ওয়াসীলায় দোয়া করবে ও হ ুজুর (স)এর কাছে শাফায়াতের দরখাস্ত করবে। কতক উলামা ওয়াসীলা ধরা মানা' ফরমায়াছেন। লেকিন জমহ ুর উলামা এর জায়েয হওয়ার কথা বলেছেন। (জাকারিয়া কান্ধলভী; ফাযায়েলে হজ্জ, উর্দু , নয়া দিল্লী, পৃষ্ঠা ৭০৭)

এই জমহ ুর উলামা পরবর্তী যুগের উলামা যাদের ফতোয়া সঠিক ছিল না। বাংলা সংস্করণে পুরো অনুবাদ দেয়া হয় বলে মূল উর্দু ও পুরো বাংলা তরজমা দেয়া হল।

দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ

দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ জরুরী। দাওয়াত, তাবলীগ ও জ্ঞানার্জনের জন্য সাধ্যমত সফর করতে হবে।

কোন আমল যেমন মীলাদ, উরস, নিঃশ্বাসের মাধ্যমে জিকির যদি সওয়াবের কাজ হত তবে নবী (স.) অবশ্যই বলে যেতেন।
হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, "বিদআতীর মজলিসে বসবে না, বসলে তোমার অন্তরও আক্রান্ত হবে।" ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন, "যে বিদআতীকে মহব্বত করে আল্লাহ তার আমল নষ্ট করে দেন এবং তার কলব থেকে ইসলামের নূর বের করে দেন। - - - - - - - - - - বিদআতীকে কোন পথে যেতে দেখলে তুমি অন্য পথে যাও।" (তালবীছু ইবলীস, ইবনুল জাওযী, কায়রো, পৃষ্ঠা ২৩)

ইমাম লাইছ বিন সাদ (রহঃ) বললেন, "কোন বিদআতীকে পানির উপর হাঁটতে দেখলেও আমি তাকে কোন মর্যাদা দিব না।" ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) বললেন, "এ ত কম হল। কোন বিদআতীকে হাওয়ায় উড়তে দেখলেও আমি তাকে কোন মর্যাদা দিব না।" (তালবীছু ইবলীস, ইমাম ইবনুল জাওযী, পৃষ্ঠা ২৪)

কিছু বিদআত

১. বেশি বেশি ইবাদত

এক সৈয়দ সাহেব সম্পর্কে বর্ণিত আছে বারো দিন পর্যন্ত একই অজুতে সমস্ত নামাজ আদায় করিয়াছেন এবং ক্রমাগত পনের বৎসর যাবৎ শুইবার সুযোগ হয় নাই। (জাকারিয়া কান্ধলভী, ফাযায়েলে আমল, ফাযায়েলে নামাজ অংশ, তাবলীগী কতুবখানা, ২০০৯, পৃষ্ঠা ১০৪)

জাকারিয়া কান্ধলভী সাহেব লিখেছেন, এক বুজুর্গ নাকি রাতে এক হাজার রাকআত সালাত পড়তেন। - - - - - - - - - - - - - - এই সব বুজুর্গান যখন ৪০ বছরে পৌছিতেন তখন বিছানা গুছাইয়া রাখতেন ও শোয়ার নম্বর খতম হয়ে যেত। (জাকারিয়া কান্ধলভী, ফাযায়েলে ছাদাকাত, তাবলীগী কতুবখানা, ২০০৭, পৃষ্ঠা ৩৮৯)

যদি রাতে শুধু নামাজই পড়ে : ১২ ঘণ্টা = ১২*৬০*৬০ =৪৩,২০০ সেকেন্ড
প্রতি এক রাকআত নামাজে সময় = ৪৩,২০০/১,০০০ = ৪৩.২ সেকেন্ড
৪৩ সেকেন্ডে এক রাকআত নামাজ পড়া যায় কিনা পাঠকগণ চেষ্টা করে দেখতে পারেন।
নবী (স.) বলেছেন:**"আমি সিয়াম রাখি ও সিয়াম ছাড়ি। আমি সালাত পড়ি এবং ঘুমাইও। আমি মেয়েদেরকে বিবাহও করি। যে আমার সুন্নতের প্রতি বিমুখ সে আমার দলের নয়"**। (বুখারী, মুসলিম)
নবী (স.) বলেছেন: **"এই উম্মতের মধ্যেই এমন একদল লোক বের হবে তোমাদের কেউ তোমাদের সালাতকে তাদের সালাতের কাছে তুচ্ছ মনে করবে, তোমাদের সিয়ামকে তাদের সিয়ামের কাছে তুচ্ছ মনে করবে। - - - - তারা মুসলিমদেরকে হত্যা করবে** - - - - - -" (বুখারী, মুসলিম)
বোঝা যাচ্ছে বেশি বেশি সালাত পড়লেই বড় বুজুর্গ হওয়া যায় না।

এক দরবেশ বলেছেঃ আমি আমার প্রভুকে দেখেছি এমন যুবকরূপে যার দাঁড়ি-গোঁফ গজায়নি। (আল আসরার আল শরফুআহ)

ইবনুল কাইয়্যেম তার আল ওয়াবেলুছ ছাইয়্যেব কিতাবে লিখেছেন, জিকিরের সাহায্যে মোরাকাবা নসীব হয়, যা ক্রমান্বয়ে এহসানের স্তরে পৌঁছাইয়া দেয়। আর এই স্তরে পৌঁছিতে পারলে এমন এবাদত নসীব হয় যেমন আল্লাহকে দেখতে পাওয়া যায়। (ফাযায়েলে আমল, ফাযায়েলে জিকির, তাবলীগী কতুবখানা, ২০০৯, পৃষ্ঠা ২৫৯)
মুসা (আঃ) আল্লাহকে দেখতে পেলেন না আর এই পাগল, দরবেশরা দেখতে পেল? সালাতের সময় এমন ধারণা করতে হয় যে আমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছি, অথবা আল্লাহ আমাকে দেখছেন। কিন্তু দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখা যাবে একথা ঠিক নয়।

২. ইবনে আরাবীর শিরকী কথা

মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী (মওত ৬৩৮ হিজরী) বলেছিল, "বান্দাই রব আর রবই বান্দা অতএব কে কার বাধ্য হবে? (ফুতুহাতুল মাক্কিয়াহ, ইবনে আরাবী)

ইবনে আরাবী বলেছিল, "আল্লাহ আমার এবাদত করেন আর আমি তার এবাদত করি।" ইবনে আরাবী বলেছিল, "ওলীর পক্ষে নবীদের মত ওহী লাভ করা সম্ভব।" □□□□ ইবনে আরাবী মুশরিক □□।

□□ ইবনে আরাবী সেই লোক □□□ □□□□ শায়খে আকবর (অর্থাৎ বড় উস্তাদ বা পীর) বলে □□□। দুঃখের ব□□ জাকারিয়া কান্ধলভী তার ফাযায়েলে আমল কিতাবে লিখেছেন, "শায়খে আকবর (অর্থাৎ ইবনে আরাবী) লিখেছেন, - - - - - তাহার (পীরের) সম্মুখে মুর্দার মত হইয়া থাক, - - - - - - - - - - কামেল মোর্শেদ তালাশ করিতে সচেষ্ট হও, তিনি তোমাকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌছাইয়া দিবেন।" (জাকারিয়া কান্ধলভী, ফাযায়েলে আমল, ফাযায়েলে তাবলীগ অংশ, তাবলীগী কতুবখানা, ২০০৯, পৃষ্ঠা ৩৪; ফাযায়েলে আমলের ইংরেজি অনুবাদে এই অংশ অনুবাদ করা হয় নি।)
শায়খ মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী বলেন, "আমি শাবান মাসে দুইবার লাইলাতুল কদর পেয়েছি"। (জাকারিয়া কান্ধলভী, ফাযায়েলে আমল, ফাযায়েলে রমজান অংশ, তাবলীগী কতুবখানা, ২০০৯, পৃষ্ঠা ৪২৪)

৩. জাকারিয়া সাহারানপুরী□ ফাযায়েলে হজ্জ কিতাবে লিখেছেন, এক যুবক দরবেশ বলেছে, লোকজন রাজ্জাকের বান্দার কাছে হাদীছ শুনিতেছে আর এখানে

স্বয়ং রাজ্জাক হইতে আমি হাদীছ শুনিতেছি। (জাকারিয়া কান্ধলভী; ফাযায়েলে হজ্জ, তাবলীগী কতুবখানা, ২০০৯, পৃষ্ঠা ১৩৮) ঐ যুবক দরবেশ কি মূসা (আ:) এর মর্তবা হাসিল করেছিল?

৪. নবী (স.) নাকি বলেছেন, “আরশের সম্মুখে একটি নূরের খুটি আছে। যখন কেউ কালেমা তাইয়েবা পড়ে তখন তা দুলতে থাকে। আল্লাহ বলেন, স্থির হও - - - -” ([illegible], ফাযায়েলে আমল, ফাযায়েলে জিকির অংশ, তাবলীগী কতুবখানা, ২০০৯, পৃষ্ঠা ২৮৬) হাদীসটি জাল; [illegible] হাদীসটি [illegible] থেকে এটি বর্ণনা ব[illegible] দুর্বল রাবী।

৫. ইবরাহীম খাওয়াছ বলেন, জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে আমি মাছ ধরতে গেলাম। পহেলা বারে যেই একটি মাছ এল আমি তা রেখে দিলাম। দোসরা বারে যেই মাছ এল তা ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরলাম। এমন সময় অদৃশ্য থেকে আওয়াজ শুনলাম, “আমার জিকির করে যে তাকে কতল না করলে কি তোমার রিজিক হয় না? এর পর আমি আর কোন দিন মাছ ধরি নাই।” এই কেসসা বয়ান করে ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ:) [মৃত্যু ৫৯৭ হিজরী] বলেন, এই কাহিনী যদি সত্য হয় তবে এই আওয়াজ ছিল ইবলীসের। আল্লাহ শিকার করা মোবাহ (নির্দোষ) করেছেন। নির্দোষ কাজে দোষারোপ কেন করবেন? আল্লাহর জিকির করে বলে আমরা যদি শিকার না করি, গবাদি পশু যবেহ না করি তবে আমরা শরীরের শক্তি কিভাবে পাব? মাছ ধরা ও গবাদি পশু যবেহ করা থেকে বিরত থাকা ব্রাহ্মণদের মাযহাব। দেখুন জাহেলরা কী বলে এবং ইবলীস কিভাবে কাজ করে! (তালবীছু ইবলীস, ইমাম ইবনুল জাওযী, দারুল হাদীস, কায়রো, পৃষ্ঠা ২৯৩)

রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে মিথ্যা

হাদীছ যাচাই না করে হাদীছ বর্ণনা করা ফাছেকী কাজ।

১. নবী (স)এর কাছ থেকে সাহায্য লাভের কেসসা

জাকারিয়া কান্ধলভী তার ফাযায়েলে দরূদ শরীফ কিতাবে নিচের কেসসাটি লিখেছেন,

মেরে মা’ওয়া-এ-দারাইন!

(জাকারিয়া কান্ধলভী, ফাযায়েলে ছাদাকাত, ২য় খণ্ড, উর্দু, ফরিদ বুক ডিপো, নয়া দিল্লী, পৃষ্ঠা ৪০৯)

হে আমার দুই জাহানের আশ্রয়স্থল!

(জাকারিয়া কান্ধলভী, ফাযায়েলে ছাদাকাত, ২য় খণ্ড, তাবলীগী কতুবখানা, ২০০৭, পৃষ্ঠা ৩৭০)

* মাওয়া শব্দ দ্বারা যদি আশ্রয়স্থল বুঝানো হয় তবে আখিরাতে আশ্রয়স্থল হয় জান্নাত বা জাহান্নাম। আর যদি মাওয়া শব্দ দ্বারা যদি আশ্রয়দাতা বুঝানো হয় তবে আশ্রয়দাতা আল্লাহ ছাড়া কেউ হতে পারেন না।

মহান আল্লাহ বলেন, তিনি (আল্লাহ) সকলকে আশ্রয় দেন, তার উপর কোন আশ্রয়দাতা নেই। (কুরআন ২৩:৮৮)

৫. সুফীদের অনেকে ছামা (বাদ্যসহ গজল) কে হালাল মনে করেন

সুফীদের অনেকে ছামা (বাদ্যসহ গজল)-কে ইবাদত মনে করেন। গাজালী তার কিমিআয়ে সাআদাত কিতাবে ছামা নামে একটি অধ্যায় লিখেছেন এবং একে উপকারী বলেছেন। আজমীরে মঈনুদ্দীন চিশতী সাহেবের কবরে, দিল্লীতে নিজামুদ্দীন সাহেবের কবরে বাদ্যসহ কাওয়ালী গাওয়া হয় যাতে শিরকী কথাও থাকে।

বিদআত

মহান আল্লাহ বলেন, “আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম।” (৫:৩)

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: **“যা কিছু জান্নাতকে কাছে আনে এবং যা কিছু জাহান্নামকে দূরে ঠেলে তার সবই তোমাদেরকে বয়ান করা হয়েছে কিছুই বাকী রাখা হয় নি।”** (তাবারানী, হাকিম, মাকদিসী, হায়ছামী; সহীহ)

নবী (স.) বলেছেন: **“যে বিদআতীকে সাহায্য করে তার উপর আল্লাহ রাগান্বিত হন।”** (মুসলিম)

নবী (স.) বলেছেন: **“আমাদের কর্ম যা নয় এমন কোন কর্ম যদি কেউ করে, তার কর্ম প্রত্যাখ্যাত হবে”**। (মুসলিম)

এ ধরণের আমলকেই বিদআত বলা হয়। বিদআত করলে আল্লাহ যে নবী (স.)-এর মাধ্যমে ইসলামকে পূর্ণ করেছেন - তাতে সন্দেহ বা অবিশ্বাস করা হয়। মুআমালাতের ক্ষেত্রে কোন জিনিস (যেমন খাদ্য, পানীয়, পোশাক, যানবাহন ইত্যাদি) সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে নিষেধাজ্ঞা না থাকলেই তা জায়েয। কিন্তু ইবাদতের ক্ষেত্রে কোন আমল সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে নিষেধাজ্ঞা না থাকলেই তা জায়েয হবে না; বরং তা জায়েয হওয়ার জন্য অনুমোদন লাগবে।

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, **"তোমরা দুনিয়া তলবের ক্ষেত্রে সাধুতা এখতিয়ার কর।"** (ইবনে মাজাহ)
নবী (স.) বলেছেন, **"দুনিয়ার ব্যাপারে নির্লোভ হও, আল্লাহ তোমাকে মহব্বত করবেন।"** (ইবনে মাজাহ, হাদীসটির সনদ হাসান)
নবী (স.) বলেছেন, **"যদি তুমি তোমার মালের যাকাত আদায় কর তাহলে নিজ থেকে তার ক্ষতিকে তুমি দূর করে দিলে।"** (হাকিম)

নবী (স.) বলেছেন, **"তোমার ওয়ারিছদেরকে ধনী রেখে যাওয়া উত্তম ঐ অবস্থার চেয়ে যে তারা দরিদ্র হয়ে লোকের কাছে হাত পাতে।"** (বুখারী, মুসলিম)

কা'ব বিন মালিক (রাযিআল্লাহু 'আনহু) তার তামাম মাল দান করতে চাইলে নবী (স.) বললেন, **"তোমার মালের কিছু রেখে দাও; তোমার জন্য ভালো হবে।"**(বুখারী, মুসলিম)

নবী (স.) বলেছেন, **"তোমরা ছাগল পালন কর; ওতে বরকত আছে।"** (ইবনে মাজাহ)

কিন্তু সুফীরা তাকীদ দেয়ঃ মাল একদমই জমা করা যাবে না, ভুকা থাকতে হবে, খুব কম খেতে এবং জীর্ণ কাপড় পড়তে হবে। এগুলি সুফীদের বাড়াবাড়ি। বরং সুন্নত মাফিক খেতে-পরতে হবে।

ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ:) বলেন, হালাল উপায়ে মাল জমা করা মোবাহ (জায়েজ)- এ ত ইজমা। মোবাহ কাজে কেন ভয় থাকবে? শরীয়তের অভিমত কি এই যে যাকে মোবাহ বলবে তাকেই আবার শাস্তির কারণ বলবে? (তালবীছু ইবলীস, ইমাম ইবনুল জাওযী, দারুল হাদীস, কায়রো, পৃষ্ঠা ১৮৬)

ইবনুল জাওযী (রহ:) বলেন, আকছার সাহাবা মাল উপার্জন করেছেন এবং রেখে গেছেন। যেমন সাহাবী ইবনে মাসউদ (রাযিআল্লাহু 'আনহু) ৯০০০ দিরহাম রেখে গেছেন। মশহুর তাবেঈ ছুফিয়ান ছওরী (রহ:) ২০০ দিরহাম রেখে গেছেন। (তালবীছু ইবলীস, পৃষ্ঠা ১৮৬)
একদা নবী (স.) তার এক সাহাবীকে বলেছেন, **"আল্লাহ যখন তোমাকে সম্পদ দান করেছেন তখন ধনাঢ্যতা প্রকাশ্য রাখ।"** (আবু দাউদ)

৪. পীরের ভক্তিতে বাড়াবাড়ি

সুফীরা পীরকে ভক্তি করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলে। রশীদ আহমদ গঙ্গোহী [৩] তার পীর হাজী এমদাদ উল্লাহ মুহাজিরে মক্কীকে এভাবে সম্বোধন করেছেন:

[৩] রশীদ আহমদ গঙ্গোহীর মুরীদ খলীল আহমদ সাহারানপুরী এবং খলীল আহমদ সাহারানপুরীর মুরীদ আকতার ইলিয়াস ও জাকারিয়া কান্ধলভী।

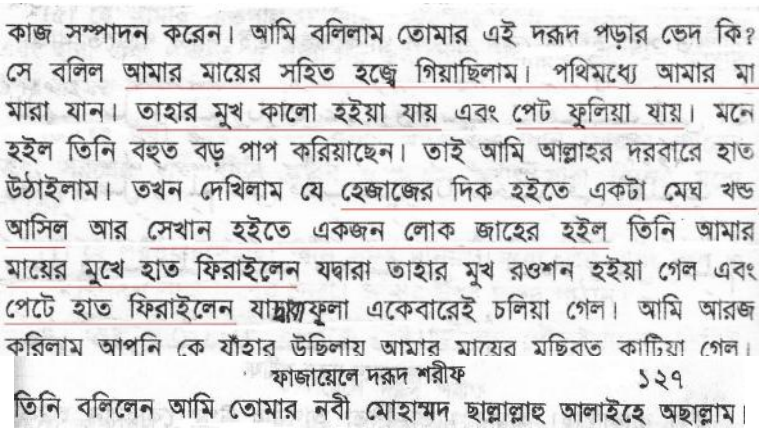
কাজ সম্পাদন করেন। আমি বলিলাম তোমার এই দরূদ পড়ার ভেদ কি? সে বলিল আমার মায়ের সহিত হজ্বে গিয়াছিলাম। পথিমধ্যে আমার মা মারা যান। তাহার মুখ কালো হইয়া যায় এবং পেট ফুলিয়া যায়। মনে হইল তিনি বহুত বড় পাপ করিয়াছেন। তাই আমি আল্লাহর দরবারে হাত উঠাইলাম। তখন দেখিলাম যে হেজাজের দিক হইতে একটা মেঘ খন্ড আসিল আর সেখান হইতে একজন লোক জাহের হইল তিনি আমার মায়ের মুখে হাত ফিরাইলেন যদ্বারা তাহার মুখ রওশন হইয়া গেল এবং পেটে হাত ফিরাইলেন যাদ্বারা ফুলা একেবারেই চলিয়া গেল। আমি আরজ করিলাম আপনি কে যাঁহার উছিলায় আমার মায়ের মছিবত কাটিয়া গেল।
ফাজায়েলে দরূদ শরীফ ১২৭
তিনি বলিলেন আমি তোমার নবী মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লাম।

(জাকারিয়া সাহারানপুরী, ফাযায়েলে দরূদ শরীফ, তাবলীগী কতুবখানা, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ১২৬-১২৭)

এটা একটা মিথ্যা কাহিনী অথবা শয়তানের কারসাজি। এমন কাহিনীর প্রতি বিশ্বাস করলে শিরক হবে।

এখানে নবী (স.) এর উপর অপবাদ দেয়া হয়েছে। **নবী (স.) কি কখনও বেগানা নারীর মুখে ও পেটে হাত বুলাতে পারেন?** জাকারিয়া কান্ধলভী তো বলেছেন নবী (স.) এর জীবিত ও মৃত অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। (ফাযায়েলে হজ্জ)

২. নবী (স)এর কাছ থেকে সাহায্য লাভের আরেকটি কেসসা

জাকারিয়া কান্ধলভী তার ফাযায়েলে দরূদ শরীফ কিতাবে নিচের কেসসাটি লিখেছেন,

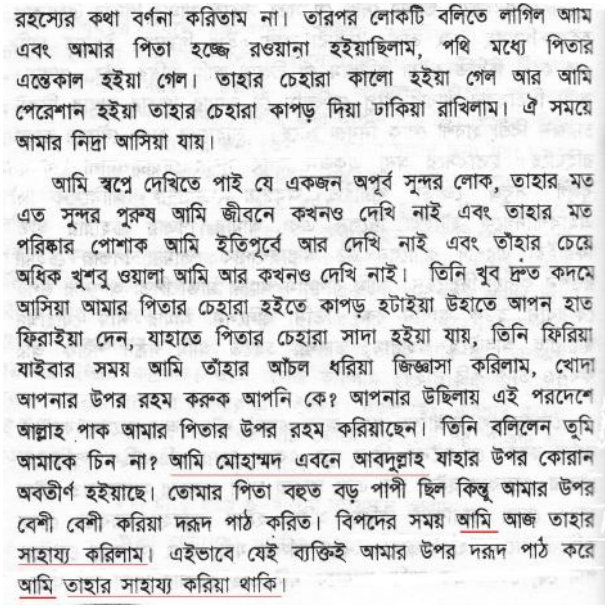

রহস্যের কথা বর্ণনা করিতাম না। তারপর লোকটি বলিতে লাগিল আম এবং আমার পিতা হজ্জে রওয়ানা হইয়াছিলাম, পথি মধ্যে পিতার এন্তেকাল হইয়া গেল। তাহার চেহারা কালো হইয়া গেল আর আমি পেরেশান হইয়া তাহার চেহারা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিলাম। ঐ সময়ে আমার নিদ্রা আসিয়া যায়।

আমি স্বপ্নে দেখিতে পাই যে একজন অপূর্ব সুন্দর লোক, তাহার মত এত সুন্দর পুরুষ আমি জীবনে কখনও দেখি নাই এবং তাহার মত পরিষ্কার পোশাক আমি ইতিপূর্বে আর দেখি নাই এবং তাঁহার চেয়ে অধিক খুশবু ওয়ালা আমি আর কখনও দেখি নাই। তিনি খুব দ্রুত কদমে আসিয়া আমার পিতার চেহারা হইতে কাপড় হটাইয়া উহাতে আপন হাত ফিরাইয়া দেন, যাহাতে পিতার চেহারা সাদা হইয়া যায়, তিনি ফিরিয়া যাইবার সময় আমি তাঁহার আঁচল ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, খোদা আপনার উপর রহম করুক আপনি কে? আপনার উছিলায় এই পরদেশে আল্লাহ পাক আমার পিতার উপর রহম করিয়াছেন। তিনি বলিলেন তুমি আমাকে চিন না? আমি মোহাম্মদ এবনে আবদুল্লাহ যাহার উপর কোরান অবতীর্ণ হইয়াছে। তোমার পিতা বহুত বড় পাপী ছিল কিন্তু আমার উপর বেশী বেশী করিয়া দরূদ পাঠ করিত। বিপদের সময় আমি আজ তাহার সাহায্য করিলাম। এইভাবে যেই ব্যক্তিই আমার উপর দরূদ পাঠ করে আমি তাহার সাহায্য করিয়া থাকি।

(জাকারিয়া কান্ধলভী, ফাযায়েলে দরূদ শরীফ, তাবলীগী কতুবখানা, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ১২২)

এটা একটা মিথ্যা কাহিনী অথবা শয়তানের কারসাজি। এমন কাহিনীর প্রতি বিশ্বাস করলে শিরক হবে।

আল্লাহ বলেন, আল্লাহ তোমার কোন ক্ষতি করলে তিনি ছাড়া কেউ তা সরাতে পারে না। (কুরআন ৬:১৭) এছাড়াও নবীর ওফাতের পর তার পক্ষে কোথায় কে বিপদে পড়ল তা জানা ও সেখানে হাজির হয়ে সাহায্য করা সম্ভব নয়।

৩. নবী (স)এর কাছে সাহায্য চাওয়া

জাকারিয়া কান্ধলভী তার ফাযায়েলে দরূদ শরীফ কিতাবে বিদআতী সুফী মওলানা জামীর কবিতা মছনবীয়ে জামী থেকে নকল করেছেন, জামী নবী (স) কে ডেকে বলছে: *দুর্বল ও অসহায়দেরকে সাহায্য করুন*

(জাকারিয়া কান্ধলভী, ফাযায়েলে দরূদ শরীফ, তাবলীগী কতুবখানা,১৯৯২, পৃষ্ঠা ১৪৩)

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া শিরক। আল্লাহ বলেন, সাহায্য কখনই আসতে পারে না আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও থেকে। (কুরআন ৮:১০)
নবী (স.) বলেন, **দোয়া হচ্ছে ইবাদত**। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

ছিলেন। তিনি তা থেকে তওবাহ করেন এবং না-সুফী আহলে সুন্নাহ পথে ফিরে আসেন। তিনি তার **আফকারুস সুফিয়্যাহ** কিতাবে □□□□-□□□□, জাযুলী, বুসিরীসহ সুফীদের সমালোচনা করেছেন।[5]

সুফীদের বিশ্বাস

১. সুফীরা বাতেনী এলেমে বিশ্বাস করে যা সিনা-ব-সিনা (সিনা-থেকে-সিনায়) স্থানান্তরিত হয়। ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, ইসলামে বাতেনী এলেম বলে কিছু নেই। সিনা-ব-সিনা মেজাজ বা মনোভাব স্থানান্তরিত হয়। তাই আমরা বিদআতীদেরকে এড়িয়ে চলি। তবে সিনা-ব-সিনা (সিনা-থেকে-সিনায়) এলেম স্থানান্তরিত হওয়া আমরা বিশ্বাস করি না । নবী (স.) বলেন, **"এলেম হাসিল হয় শিক্ষাগ্রহণের (তাআল্লুম) দ্বারা।"** (তারীখে খতীব; সনদ হাসান)
তাআল্লুম বলতে কারো কাছ থেকে দরস নেয়া বুঝায়, আবার নিজে নিজে কিতাব পড়াও বুঝায়।

নবী (স.) বলেন, **"বিস্ময়কর ঈমানদার ঐ লোকেরা যারা তোমাদের পরে আসবে। তারা কিতাব ও সহীফায় লিখিত দেখে ঈমান আনবে।"** (□□□□)
ইসলামের তরীকা একটি; তা হল নবী (স.)-এর তরীকা। কোন তরীকার প্রয়োজন নাই রসূল (স.)এর তরীকার পর। অথচ সুফীদের মতে কোন একটি নির্দিষ্ট তরীকা অবলম্বন করতে হবে। যেমন: কাদেরিয়া তরীকা, চিশতীয়া তরীকা, নকশবন্দীয়া তরীকা।

২. সুফীরা বলে জান্নাতের লোভ ও জাহান্নামের ভয়ে নয় কেবল আল্লাহর মহব্বতে নেক আমল করতে হবে। যেমন জাকারিয়া কান্ধলভী লিখেছেন, ইবরাহীম আদহাম বলেন, দুনিয়া ও আখিরাতের কোন কিছুর প্রতিই লোভ করবে না। নিজেকে শুধু আল্লাহর জন্য খাস করে নাও।" (জাকারিয়া কান্ধলভী, ফাযায়েলে ছাদাকাত, ২য় খণ্ড, তাবলীগী কতুবখানা, ২০০৭, পৃষ্ঠা ৪৭৮) এটা কুরআনের বিপরীত শিক্ষা। কুরআনে জান্নাতের লোভ ও জাহান্নামের ভয় দেখানো হয়েছে। নবী ও সাহাবীগণ জান্নাত চাইতেন। তারা কি আল্লাহর ওলী ছিলেন না?

৩. দুনিয়াবিমুখতার ক্ষেত্রে সুফীরা বাড়াবাড়ি করে

মহান আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে তুমি আখিরাতের নিবাস তালাশ কর আর দুনিয়ায় তোমার অংশের কথা ভুলে যেও না।" (২৮:৭৭)

---

[৫] মুহম্মদ বিন জামিল জাইনু (রহঃ) হানাফী মাযহাব ও শাযিলিয়াহ তরীকা অনুসরণ করতেন। আফকারুস সুফিয়্যাহ কিতাবটি সুফিবাদের স্বরূপ নামে বাংলা ভাষায় তরজমা হয়েছে। জাযুলী, বুসিরী দুজন শাযিলিয়াহ তরীকার পীর ছিলেন। জাযুলী দালায়েলুল খায়রাতের লেখক। বুসিরী কাসীদায়ে বুরদার লেখক। মুহম্মদ বিন জামিল জাইনু (রহঃ) দেখিয়েছেন দুটি কিতাবেই শিরক আছে।

গাজালী সুফীদের সমর্থনে ইহইয়া উলুমিদ্দীন ও কিমিআয়ে সাআদাত কিতাব লেখেন।[4] গাজালী (ম. ৫০৫ হিজরী) ছিলেন একজন গায়ের-মুকাল্লিদ সুফী। তিনি সুফী থাকাকালেও চার মাযহাবের কোনটিকেই মানতেন না। তবে তিনি শেষ জীবনে সুফীবাদ ছেড়ে আহলে হাদীস আকীদা গ্রহণ করেন। তিনি "ইলজামুল আওয়াম আন ইলমিল কালাম" কিতাবে জনগণকে কুরআন ও সুন্নতের পথে ফিরে আসতে আবেদন জানান। আলী ক্বারী লিখেছেন, গাজালী মারা গেলেন - তখন তার বুকে ছিল সহীহ বুখারী। (শরহে ফিক্বহে আকবার)

ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, "শুরুর দিকের সুফী সম্প্রদায় কুরআন ও সুন্নতের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করতেন। কিন্তু তাদের কম এলেমের দরুন শয়তান তাদেরকে ধোকায় ফেলে।" (তালবীছু ইবলীস, পৃষ্ঠা ১৭৩)
ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, "আল্লাহ জানেন ভুলকারীর ভুল বর্ণনার ক্ষেত্রে আমাদের মাকসাদ শরীয়তকে ভেজালমুক্ত করা। এটা এলেমের আমানতদারি। ভুলকারীর ভুল এজহার করা আমাদের মাকসাদ নয়। - - - - - - - - জাহেলের এই কথার কোন মূল্য নেই ঃ- অমুক অমুক বিশিষ্ট দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তির সমালোচনা কিভাবে করা যায়? শরীয়তের অনুসরণ করতে হবে, ব্যক্তির নয়। আওলিয়া ও জান্নাতবাসীগণ তো মানুষের মধ্য থেকেই আর তাদের ভুল হতেই পারে। তাদের বিচ্যুতি বয়ান করাতে তাদের মর্যাদা নষ্ট হয় না।" (তালবীছু ইবলীস, ইমাম ইবনুল জাওযী, কায়রো, পৃষ্ঠা ১৭৪-১৭৫)
মুহম্মদ বিন জামিল জাইনু (রহঃ) (মওত ২০১০ ঈসায়ী) নিজেই একজন সুফী

[4] ইহইয়া উলুমিদ্দীন ও কিমিআয়ে সাআদাত কিতাব দুটিতে অনেক জাল ও জঈফ হাদীস আছে। আব্দুল ওয়াহহাব সুবকী (রহঃ) (মওত ৭৭১ হিঃ) একটি কিতাব লেখেন যার নাম আল-আহাদীসুল্লাতী লা আসলা ফী কিতাবিল ইহইয়া (ইহইয়া কিতাবের হাদীস যার কোন আসল নেই)। জয়নুদ্দীন ইরাকী (রহঃ) (মওত ৮০৬ হিঃ) ইহইয়া উলুমিদ্দীনে উল্লেখিত হাদীসসমূহের তাহকীক ও এসতেলাহ (সহীহ, যঈফ, জাল ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভাজন) করে একটি কিতাব লেখেন যার নাম তাখরীজু ইহইয়া।
ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) তার তালবীছু ইবলীস, ইলামুল আহইয়া বি আগলাতিল ইহইয়া, কিতাবুল কুসসাস এবং আল মুনতাজাম ফী তারিখ -এই চারটি কিতাবে গাজালী ও সুফীদের সমালোচনা করেছেন। ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, "গাজালী সুফীদের তরীকার উপর ইহইয়া কিতাব লেখেছেন এবং তাকে বাতিল হাদীস দিয়ে ভর্তি করেছেন।" (তালবীছু ইবলীস, পৃষ্ঠা ১৭২)

মহান আল্লাহ বলেন, কেউ আল্লাহর সাথে শিরক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করবেন এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। (কুরআন ৫:৭২)
আল্লাহ শিরক মাফ করেন না, তবে শিরক ছেড়ে তওবা করলে মাফ করেন। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকা বা কারো কাছে সাহায্য চাওয়া শিরক।
মহান আল্লাহ বলেন, "আল্লাহকে ছাড়া তোমরা যাদেরকেই ডাক তারা তোমাদের মতই বান্দা। তাদেরকে ডেকেই দেখ তারা তোমাদের দোয়ার জওয়াব দিক না যদি তাদের সম্পর্কে তোমাদের ধারণা সত্য হয়।" (কুরআন ৭:১৯৪)
আল্লাহ বলেন, "তার চেয়ে বেশি পথভোলা কে, যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে কাউকে ডাকে যে তার দোয়ার জওয়াব দেবে না কিয়ামত দিবস পর্যন্ত?" (কুরআন ৪৬:৫)

৪. গাছের তলায় বান্ধা হরিণী নবীকে দেখে
কোন কোন ওয়ায়েয বয়ান করেন: একদিন নবী মোস্তফায় রাস্তা দিয়া হাইটা যায়, হরিণ একটি বান্ধা দেখেন গাছের তলায়। নবীকে দেখে হরিণী কান্দিয়া বলে তখনই, শুনেন নাবী গুণমনি আরয আপনার পায় .....। মিথ্যা কেস্সা।

৫. আহমদ কবীর রেফায়ী নামক সুফী নবী (স.)এর কবরের পাশে সালাম দিলে তার সাথে মুসাফাহা করার জন্য কবর থেকে হাত বের হয়ে এসেছিলো। (জাকারিয়া সাহারানপুরী; ফাযায়েলে হজ্জ, পৃষ্ঠা ১৪১) এটা একটা মিথ্যা কাহিনী। এ ধরনের ঘটনা যদি সম্ভব হতো তাহলে কোন না কোন সাহাবীর জীবনে তা একবার হলেও ঘটতো।

কতিপয় মিথ্যা হাদীছ

১. নবী (স.) নাকি বলেছেন, "শিশুরা যখন কথা বলতে শিখে তখন পহেলা তাকে কালিমা শিক্ষা দাও। - - - - - - -(ফাযায়েলে আমল, ফাযায়েলে জিকির অংশ, তাবলীগী কতুবখানা, ২০০৯, পৃষ্ঠা ৩১২) জাকারিয়া কান্ধলভী সাহারানপুরী নিজেই লিখেছেন হাদীসটি মওযু (موضوع) বা জাল।
২. নবী (স.) নাকি বলেছেন, "শয়তান বলে আমি মানুষকে পাপের দ্বারা ধ্বংস করি - - - - (ফাযায়েলে আমল, ফাযায়েলে জিকির অংশ, তাবলীগী কতুবখানা, ২০০৯, পৃষ্ঠা ২৯৪। হাদীসটি জাল।)
৩. নবী (স.) নাকি বলেছেন, "দুনিয়ার মহব্বত সকল পাপের মূল।"(জাল হাদীস)
৪. হুজুরে পাক (স) এর **মলমূত্র**, রক্ত সব কিছুই পবিত্র। (ফাযায়েলে আমল, হেকায়েতে সাহাবা, পৃষ্ঠা ৬১০) ভুল কথা।

৫. নবী (স.) নাকি বলেছেন, "সূরা ইয়াসীনকে তাওরাতে মোয়াম্মা বলা হয়েছে।" (ফাযায়েলে আমল, ফাযায়েলে কোরআন অংশ, তাবলীগী কতুবখানা,

২০০৯, পৃষ্ঠা ১৮৬) জাল হাদীস; মিথ্যুক বর্ণনাকারী আহমদ বিন হারুন দ্বারা বর্ণিত।

৬. নবী (স.) নাকি বলেছেন, “এক মুমিনের লালা অন্য মুমিনের শেফা।” জাল হাদীস লালা দ্বারা Influenza, Mumps, Cold Sore, Tuberculosis ইত্যাদি রোগ ছড়ায়।

৭. নবী (স.) নাকি বলেছেন, “কেউ এক ওয়াক্ত নামাজ কাজা পড়লে এক হোকবা জাহান্নামে জ্বলবে।” (মাজালিছুল আবরার, ফাযায়েলে আমল, ফাযায়েলে নামাজ অংশ, তাবলীগী কতুবখানা, ২০০৯, পৃষ্ঠা ৭৬) জাল হাদীস; জাকারিয়া কান্ধলভী সাহারানপুরী নিজেই বলেছেন, কোন হাদীছ কিতাবেই এই কথা খুজে [illegible]। সুফীদের কিতাব মাজালিছুল আবরার থেকে এই কথা নকল করা হয়েছে।

৮ [illegible] ([illegible].) [illegible] সম্পর্কিত হ[illegible]

[illegible] ([illegible].) [illegible] জন [illegible] সুখবর সম্পর্কিত [illegible] পর্য়ায়ের। ন[illegible] ([illegible].) [illegible] তারজীবদ্দশায় [illegible] মর্যাদা সম্পর্কিত [illegible] দুর্বল। [illegible] ত্যাগকারীর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশের অর্থে বর্ণিত [illegible]। ([illegible], পৃষ্ঠা ৪৬৩-৪৭৪)

৯ উম্মতে [illegible]

সুবকী [illegible], মুহাদ্দিসগণের ক[illegible] এটি [illegible]। [illegible] কোনই [illegible]।

সাহাবীগণ সম্পর্কে মিথ্যা

আবু বকর ও উমর (রাযিআল্লাহু ‘আনহুমা) সম্পর্কে মিথ্যা

একদল লোক বর্ণনা করেছে: কিয়ামত দিবসে আবু বকরকে বলা হবে তুমি জান্নাতের দুয়ারে দাঁড়াও। যাকে ইচ্ছা আল্লাহর রহমতে দাখিল করাও, আর যাকে ইচ্ছা আল্লাহর এলেম অনুযায়ী বাধা দাও। উমরকে বলা হবে তুমি মীযানের কাছে দাঁড়াও যাকে ইচ্ছা আল্লাহর রহমতে তার ওজন বেশি করে দাও আর যাকে ইচ্ছা তার ওজন কম করে দাও। জালালুদ্দীন ছুয়ূতী তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন, তবে বর্ণনাটির সনদগুলি সহীহ নয়। ইমাম ইবনুল জাওযী এ হাদীসটিকে জাল হাদীসের মধ্যে শামিল করেছেন।

যায়নাব (রাযিআল্লাহু ‘আনহা) সম্পর্কে মিথ্যা

অনেক ওয়ায়েযকে বলতে শুনি: একদিন উসমান (রা.) বাড়িতে তামদারীর ইন্তেযাম করা হয়েছিল যেখানে আরবের সকলকে দাওয়াত করা হয়েছিল, কিন্তু ফাতিমাহ্ (রা.) দরিদ্র্য ছিলেন বলে উসমান (রা.)-এর পত্নী যায়নাব (রা.)

সুফীদের বাতিল মতবাদের প্রতিবাদ করেছেন।

সুফী হারেছ মুহাছেবী কালাম শাস্ত্র ও সিফাত সম্পর্কে আপত্তিকর আলোচনা করলে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) [মৃত্যু ২৫৩ হিজরী] তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, হারেছ মুহাছেবী থেকে দূরে থাক। সে সমস্ত বিপদের মূল।” (তালবীছু ইবলীস, ইমাম ইবনুল জাওযী, দারুল হাদীস, কায়রো, পৃষ্ঠা ১৭৩)

সুফী জুননুন মিসরী যখন এমন কথা বলে যা পূর্ববর্তী বুযুর্গদের কেউ বলেন নি তখন মিশরের আলেমগণ তার সঙ্গ ত্যাগ করেন এবং শেষতক যিনদীক (বিধর্মী) খেতাব দেন। (তালবীছু ইবলীস, কায়রো, পৃষ্ঠা ১৭৩)

সুফী আবু সুলায়মান দারানী বলেছিলেন, তিনি ফেরেশতাদেরকে দেখতে পান এবং তাদের সাথে কথা বলেন। তখন আলেমগণ তাকে দামেশক থেকে বের করে দেন। (তালবীছু ইবলীস, কায়রো, পৃষ্ঠা ১৭৩)

সুফী ছহল তস্তুরী বলেন যে ফেরেশতা, জিন্ন ও শয়তানগণ তার কাছে আসে এবং তিনি তাদের সাথে কথা বলেন। তখন তাকে তাড়িয়ে দেয়া হয় এবং তিনি বসরায় যেয়ে মওতবরণ করেন। (তালবীছু ইবলীস, কায়রো, পৃষ্ঠা ১৭৩)

সুফী হাতেম আসেম রায় শহরের কাজী, কাজভীন শহরের কাজী ও মদীনার জনগণকে দালান বাড়িতে থাকার জন্য ভর্ৎসনা করে। (জাকারিয়া কান্ধলভীর ফাযায়েলে ছাদাকাত বাংলা অনুবাদের ৩২৪-৩২৬ তম পৃষ্ঠায় কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।) এই তিনটি ঘটনাই ইমাম ইবনুল জাওযী তার তালবীছু ইবলীস কিতাবে (আরবী পৃষ্ঠা ১৬৪-৬৬, হক লাইব্রেরীর বাংলা অনুবাদ পৃষ্ঠা ১১৭-১২০) বর্ণনা করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন, এই জাহেল দরবেশগণ আলেমদের প্রতি যে বেআদবী করে তা সত্যই পরিতাপের বিষয়। - - - - - হাতেম আসেম বরাবর মোবাহ (জায়েজ) বিষয়কে নিন্দা করেছে। মোবাহকে শরীয়ত অনুমোদন দিয়েছে- ওর জন্য আযাব হবে না।

অকল্যাণ আসবে। নেতারাই থাকবে জাহান্নামের দরজায়। যারা তাদের এত্তেবা করবে তাদেরকে তারা জাহান্নামের পৌঁছে দেবে। সে সব লোক আমাদর মধ্য থেকেই হবে এবং আমার ভাষায় কথাবার্তা বলবে।" (বুখারী, মুসলিম) লোকে আমার সুন্নতকে ছেড়ে দিয়ে অন্য সুন্নত ধরে বলবে এটা আমার সুন্নত।" - এর উদাহরণঃ ওজু করার সময় ঘাড় মাসেহ করা, ওজুর পর সুরা কদর পড়া, দুই হাতে মুসাফাহা করা, কুলুখ নিয়ে হাটাহাটি করা, মাগরিবের পর ছয় রাকআত সালাতকে আওয়াবীন সালাত মনে করে পড়া, ঈদে মীলাদুননবী পালন করা, চল্লিশা করা, ... ইত্যাদি।

একদা ইমাম আবু যুরআ (রহঃ) কে এক ব্যক্তি হারেছ মুহাছেবীর কিতাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। ইমাম আবু যুরআ (রহঃ) বললেন, "ঐসব কিতাব পড়ো না। ওগুলো গোমরাহীতে ভরা। হাদীসের অনুসরণ কর। তাহলে ঐসব কিতাব পড়ার দরকার হবে না।" এক ব্যক্তি বলল, ঐসব কিতাবে ত ভালো শিক্ষা আছে।" আবু যুরআ (রহঃ) বললেন, কুরআনে যার জন্য শিক্ষা নেই ঐসব কিতাবে তার জন্য কী শিক্ষা থাকতে পারে?" (তালবীছু ইবলীস, ইমাম ইবনুল জাওযী, দারুল হাদীস, কায়রো, পৃষ্ঠা ১৭৩)

মিথ্যা ত□□□

মহান আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।" (তওবা ৯:১১৯)
হকপন্থী মোফাচ্ছেরগণ বলেছেন, 'কুনূ মাআস সাদিক্বীন' বলতে বুঝতে হবে সত্যবাদী হয়ে সত্যবাদীদের সাথে থাকা বা সত্যবাদীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া। কারণ এখানে মাআ (مع) শব্দটি মিন (من) অর্থ দেয়। (তাফছীরে ইবনে কাছীর, তাফছীরে ইবনে আবী হাতিম, তাফছীরে ইবনুল জাওযী)

এই আয়াত উল্লেখ করে জাকারিয়া সাহেব বলেছেন, মোফাচ্ছেরগণ সত্যবাদীদের এখানে মাশায়েখ ও ছুফিয়ায়ে কেরাম দ্বারা করিয়াছেন।" (জাকারিয়া কান্ধলভী, ফাযায়েলে আমল, ফাযায়েলে তাবলীগ অংশ, তাবলীগী কতুবখানা, ২০০৯, পৃষ্ঠা ৩৪)

বিদআতী পীর ও ছুফী মোফাচ্ছেরগণই এই তাফসীর করেছেন। সুফীদের মধ্যেই তো মিথ্যা হাদীস, মিথ্যা তাফসীর, মিথ্যা কেসসা বেশি চলে।

সুফীদের শিক্ষা কি কুরআন ও হাদীসের সাথে মেলে?

সাধারণ মুসলিমগণ সুফীদেরকে সাধু মানুষ বলে মনে করে। কিন্তু আসল কথা সুফীরা বিভিন্ন শিরকী ও বিদআতী আমলে লিপ্ত। সকল যুগেই হকপন্থী আলেমগণ

তার ছোট বোন ফাতিমাহ্ (রা.)-কে দাওয়াত করেননি। যার ফলে নাবী (সাঃ)-সহ সকলে যখন খেতে বসে তখন দেখে যে খাবার কয়লায় পরিণত হয়েছে। তখন ফাতিমাহ্ (রা.)-কে দাওয়াত করা হয়। এটা একটা মিথ্যা কেস্সা।

আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাযিআল্লাহু 'আনহু) সম্পর্কে মিথ্যা

জাকারিয়া কান্ধলভী তার ফাযায়েলে ছাদাকাত কিতাবে লিখেছেন, **শায়েখ আবু আব্দুল্লাহ হারেছ মুহাছেবী** (রহ:) বলেন, -- -- - -- -- -- আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) শুধু মালের দরুনই হাশরের ময়দানে বাধাগ্রস্ত হইয়াছেন ও ফকীর মোহাজেরদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। (জাকারিয়া কান্ধলভী সাহারানপুরী, ফাযায়েলে ছাদাকাত, তাবলীগী কতুবখানা, ২০০৭, পৃষ্ঠা ৪৮১)

ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ:) [মৃত্যু ৫৯৭ হিজরী] বলেন, আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) যদি হেঁচড়াইয়া জান্নাতে যান তাহলে কে দৌড়াইয়া জান্নাতে যাবে যখন তিনি জান্নাতের সুখবর পাওয়া দশজনের একজন? (তালবীছু ইবলীস, দারুল হাদীস, কায়রো, পৃষ্ঠা ১৮৬)
হারেছ মুহাছেবী আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)এর মাল জমা করা সম্পর্কে নবী (স.)এর স্বপ্ন এ মর্মে যে হাদীস এনেছে তা জাল। হারেছ মুহাছেবী আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)এর মওতের পর ২ সাহাবীর তর্ক সম্পর্কে যে বর্ণনা এনেছে তাও বানোয়াট।
সাহাবীদের সমালোচনা কবীরাহ গুনাহ। নবী করীম (স.) বলেন, **"আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর, আমার সাহাবীদের ব্যাপারে। আমার পরে তাঁদেরকে দোষারোপের লক্ষ্য বানাইও না।"** (তিরমিযী)

আলী (রাযিআল্লাহু 'আনহু) সম্পর্কে মিথ্যা

আলী (রা.) সম্পর্কে অনেকে বলেন, নবী (স.) তাকে কিছু গোপন খবর বা এলেম দিয়েছেন। আলী (রাঃ) এর মুরীদ ছিলেন হাসান বসরী (রহ:) আর হাসান বসরী (রহ:)এর এর কাছ থেকে সুফীরা তরীকা লাভ করেন। এসব কথা মিথ্যা। আলী (রাঃ) যখন মারা যান তখন হাসান বসরী (রহ:)এর বয়স মাত্র ১৮ বছর।
এক লোক আলী (রা)এর কাছে এসে বলল, নবী (স.) "আপনাকে কী গোপন খবর দিয়েছেন?" আলী (রা:) খুব গোস্যা হয়ে বললেন, **"নবী (স.) লোকদের থেকে গোপন করে আমাকে কিছুই বলেন নি।"** (মুসলিম)
এখানে উল্লেখ্য যে হাসান বসরী (রহ:) ছিলেন সুন্নতের অনুসারী আলিম। তিনি সুফী ছিলেন না। (তালবীছু ইবলীস, দারুল হাদীস, কায়রো, পৃষ্ঠা ২০৬)
আলী (রা.)কে নাজাফ শহরে দাফন করা হয়েছিল বলে যে কথা বলা হয় তা-ও মিথ্যা। তাকে কুফা শহরে দাফন করা হয়েছিল।

কেউ কেউ বয়ান করেন, আলী (রা.) একদিন বিকালে ঘুমিয়ে ছিলেন। সূর্যে ডুবে যায়। ফলে আলী (রাযিঃ) আসরের সলাত কাযা হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ ডুবে যাওয়া সূর্যকে আবার আসমানে ফেরত আনেন। আলী (রাযিঃ) আ□রের সলাত পড়েন। এরপর সূর্য ডোবে। মিথ্যা কাহিনী।

রাফেযী শিয়াদের কিতাবে লেখা হয়েছে, আলী জান্নাত ও জাহান্নাম বন্টনকারী। (উসুলে কাফী, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৮০)
রাফেযীরা এও বলে, আলী ও ফাতিমাহ (রাঃ) যা ইচ্ছা হারাম করতে পারেন। (উসুলে কাফী, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩২৬)

মিথ্যা কথা ও কাহিনী

১. এক বুজুর্গ মওতের ফেরেশতাকে বসিয়ে রেখে নামাজ পড়লেন। (জাকারিয়া সাহারানপুরী, ফাযায়েলে ছাদাকাত, তাবলীগী কতুবখানা, ২০০৭, পৃষ্ঠা ৪৩৮)

২. আব্দুল আযীয দাব্বাগ নামক এক নিরক্ষর ব্যক্তি খুব দীনদার ছিলেন। তিনি না-কি আরবী শুনেই বলতে পারতেন যে; তা কুরআনের আয়াত না হাদীস নবভী না হাদীসে কুদসী ? (জাকারিয়া কান্ধলভী, ফাযায়েলে আমল, ফাযায়েলে জিকর অংশ, তাবলীগী কতুবখানা, ২০০৯, পৃষ্ঠা ২৪৩)
আবু বকর (রা:) কর্তৃক কিতাব পুড়ানোর ঘটনা বয়ান করার পর জাকারিয়া কান্ধলভী বলেন, - - - - - এই রহস্যের দরুনই ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) হইতেও হাদীস রেওয়ায়াত খুব কমই শুনা যায়। (ফাযায়েলে আমল, হেকায়াতে সাহাবা অংশ, পৃষ্ঠা ৫৩০)
আবু বকর (রাযিআল্লাহু 'আনহু), ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) সহ সকল মুহাদ্দিস হাদীস চিনতে পারতেন না আর নিরক্ষর দরবেশ দাব্বাগ হাদীস চিনতে পারতেন আর এক দরবেশ সরাসরি আল্লাহর নিকট হইতে হাদীছ শুনত। তাহলে এই দরবেশদের ঈমান কি আবু বকর (রা:), ইমাম আবু হানিফা, আহমদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিজী (রহঃ)এদের চেয়েও বেশি ?

৩. মালিক বিন দীনার বললেন, আমাকে এক লাখ দিরহাম দিয়ে দাও। তার বদলে আমি তোমাকে জান্নাতের একটি বাগান দিয়ে দিব। যুবকটি এক লাখ দিরহাম দিলে মালিক বিন দীনার একটি কাগজে দলীল লিখে দিলেন। (জাকারিয়া কান্ধলভী সাহারানপুরী, ফাযায়েলে ছাদাকাত, তাবলীগী কতুবখানা, ২০০৭, পৃষ্ঠা ৪৮৫)

৪ **খাযির বা খিযির (আ:) সম্পর্কে মিথ্যা কথা ও কাহিনী**

সৈয়দ □□□□□ □□□□□ □□□□□ (১৮৯২-) □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□

□□□□□ □□□□□□, □□□□ □□□□□ গঞ্জ-মুরাদাবাদী বিটিশদের বিরুদ্ধে □□ যুদ্ধে □□□□ □□, হঠাৎ □□□□ □□ থেকে ভেগে □□□ □ □□□ □□□: □□ □□□□-□□ □□□□□ নেহি হেয়, মে দেখ রাহাহু □□□□□ (□:) আংরেজোঁকে □□□ হেয়। (□□□□□□ □□□□, 2□ □□□□□, পৃষ্ঠা- 103)

□□□□□ □□ □□□□□ (□:) সম্পর্কে কুরআন □ □□□□□ কেবল একটি □□□□ উল্লেখ □□□ – □□□ □□□□ মুসা (□:)□□ মোলাকাতের ঘ□□□। □□□□ □□□□□□ □□□□, □□□□□ (□:) লম্বা □□□□□ পেয়েছেন □□ □□□□□ জিন্দা □□□□ □ মর্মে যেসব □□□□□ □□ রেওযায়েত ব□□ □□ □□□ মিথ্যা।
□□□□ □□□□ (□. 253□□)কে □□□□□ (□:)□□ লম্বা □□□□□ সম্ কর্কে স□□□□ □□□ □লে □□□□ □□□□, □□□□□□ □ কেসসা মানুষের মধে প্রচার □□□□□।
□□□□ ইবনুল □□□□□ □□□□□ (□:)□□ লম্বা □□□□□□ □□□□□ □□□□, □ □□□ কুরআনের □□□□□, □□□□ কুরআনে □□□ □□□□□- তোমার পূর্বেও আ□ কোন মানুষকে চিরস্থায়ী □□□□□। তুমি □□□ □□□□ □□□, □□□□□ □□□□ □□ চিরস্থায়ী □□□? (কুরআন ২১:৩৪)

আলেমদের মতামত যাচাই করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয

নবী (স:) বলেন, **"আমি আমার উম্মতের জন্য ভয় পাচ্ছি পথভ্রষ্ট ইমামদের।"** (তিরমিযী)
হুযায়ফা (রা:) বলেন ঃ আমি নবী (স:)কে বললাম, এই কল্যাণের পরে কি অকল্যাণ আসবে? নবী (স:) বলেন, "হ্যা।" আমি নবী (স:)কে বললাম, এই অকল্যাণের পরে কি কল্যাণ আসবে? নবী (স:) বলেন, **"এই অকল্যাণের পরে কল্যাণ আসবে। তবে তা হবে ধোঁয়াযুক্ত। লোকে আমার সুন্নতকে ছেড়ে দিয়ে অন্য সুন্নত ধরে বলবে এটা আমার সুন্নত।"** আমি নবী (স:)কে বললাম, এই কল্যাণের পরে কি অকল্যাণ আসবে? নবী (স:) বলেন, **"এই কল্যাণের পরে**